মৃণালিনী

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১৩২২

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য—১॥০

মুদ্রাকর—
পূর্ব্বাশা লিঃ পি, ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা
হইতে সত্যপ্রসন্ন দত্ত বি, এস-সি কর্ত্তৃক মুদ্রিত

বঙ্কিমচন্দ্রের

"মৃণালিনী"

প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পীসঙ্ঘ

মাধবাচার্য্য	...	শ্রীজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
হেমচন্দ্র	...	,, বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়
সোমদেব	...	,, কালীপদ চক্রবর্ত্তী
লক্ষ্মণ সেন	...	,, প্রবোধ মুখোপাধ্যায় (এঃ)
দিগ্বিজয়	...	,, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
পশুপতি	...	,, চন্দ্রশেখর দে
শান্তশীল	...	,, রবীন্দ্র রায় চৌধুরী
ব্যোমকেশ	...	,, বিমলচন্দ্র ঘোষ
জনার্দ্দন	...	,, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
চন্দ্রসেন	...	,, বিদ্যুৎকুমার পাল
বখতিয়ার খিলিজী	...	,, সত্য পাঠক
মহম্মদ আলি	...	,, পশুপতি রক্ষিত
দামোদর শর্ম্মা	...	,, রবীন বসু
গোপীনাথ	...	,, শান্তিগুপ্ত

অন্যান্য ভূমিকায়—নলিন বাগ, বিষ্ণু সেন, নগেন সমদ্দার, শৈলেন রায়, ফণি সাহা, অনিল রায়, সুখরঞ্জন দাসগুপ্ত, অনিল চৌধুরী, বিমল মুখোপাধ্যায়

তাণ্ডব নৃত্যে	...	শ্রীপ্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায়

মৃণালিনী	...	শ্রীমতী ছায়াদেবী
গিরিজায়া	...	,, হরিমতী
মনোরমা	...	,, আশা বসু
মণিমালিনী	...	,, রেখা দত্ত
লক্ষ্মী	...	,, উমা চৌধুরী

নর্ত্তকীগণ—সরসী, বীণা, গীতা, আঙ্গুর, বীণা ২নং, কনক, মীরা, সুলেখা, রেখাপাল, রেখা।

সংগঠনকারীগণ

স্বত্বাধিকারী	...	শ্রীযুত সলিলকুমার মিত্র
প্রযোজক ও পরিচালক	...	,, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম, এ
সুর-শিল্পী	...	,, ধীরেন্দ্রনাথ দাস
নৃত্য-শিল্পী	...	,, ললিত গোস্বামী
স্মারক	...	,, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
মঞ্চতত্ত্বাবধায়ক	...	,, যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
	...	,, অনিল বোস

যন্ত্রীসঙ্ঘ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, ননীগোপাল ,,
,, কালীপদ ,,
,, কমল ,,
,, ললিত বসাক
,, পটলচন্দ্র ঘোষ
,, পূর্ণচন্দ্র দাস
,, মিহির মিত্র

চরিত্র পরিচয়

মাধবাচার্য্য	...	হেমচন্দ্রের গুরু
হেমচন্দ্র	...	মগধের যুবরাজ
সোমদেব	...	মাধবাচার্য্যের জনৈক শিষ্য
দিগ্বিজয়	...	হেমচন্দ্রের ভৃত্য
লক্ষ্মণ সেন	...	গৌড়েশ্বর
পশুপতি	...	গৌড়ের ধর্ম্মাধিকার
শান্তশীল	...	পশুপতির আজ্ঞাবহ
ব্যোমকেশ	...	জনৈক মাতাল
জনার্দ্দন	...	জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ
চন্দ্রসেন	...	রক্ষী নায়ক
দামোদর শর্ম্মা	...	গৌড়ের সভাপণ্ডিত
গোপীদাস	...	বৈষ্ণব
বখতিয়ার খিলজী	...	বঙ্গবিজেতা
মহম্মদ আলি	...	ঐ সেনাপতি
মৃণালিনী	...	মথুরার শ্রেষ্ঠীকন্যা
গিরিজায়া	...	বৈষ্ণবী
মনোরমা	...	জনার্দ্দনের পৌত্রী
মণিমালিনী	...	ব্যোমকেশের ভগ্নী
লক্ষ্মী	...	গোপকন্যা

মৃণালিনী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মাধবাচার্য্যের কুটীর

[সোমদেব স্তব পাঠ করিতেছিল। একটু পরে মাধবাচার্য্যের প্রবেশ।]

স্তব

নমোহস্তুতে মহাবিদে অজিতে তেজ গামিণী।
সাংখ্যযোগোদ্ভবে বীরে বরদে দেব-পুজিতে॥
ত্বং গতিঃ সর্ব্ব-ভূতানাম অব্যক্ত ব্যক্ত-রূপিণী।
কালরাত্রি মহারাত্রি কালক্ষয়করী ধ্রুবা॥
ভূতধাত্রী চ ভূতানামগতির্গতিরেব চ।
শরণ্যাং সর্ব্ব-দেবানাং ব্রহ্মাদীনাং ন সংশয়ঃ॥
নমোহস্তুতে মহাভাগে মম ধ্যানাদ্বিনিসৃতে।
সূর্য্য কোটী সহস্রাভে অগ্নিজ্বালা সমপ্রভে॥

মাধবাচার্য্য। সোমদেব—

সোমদেব। প্রভু,—

মাধবাচার্য্য। দেখতো, প্রয়াগের ঘাটে একখানি নৌকো থাম্‌লো না? ঐ নৌকো হ'তে কি নামল?

সোমদেব। ঐ তো, হেমচন্দ্র বলে বোধ হচ্ছে!

মাধবাচার্য্য। হেমচন্দ্র! তুমি যাও; হেমচন্দ্রকে আমার কুটীরে পাঠিয়ে দিয়ে নৌকায় অবস্থান করগে।

সোমদেব। যথা আজ্ঞা প্রভু। (প্রস্থান)

মাধবাচার্য্য। হেমচন্দ্রের এত বিলম্ব! আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সে মথুরা গিয়েছিল। তা না হ'লে দিল্লী থেকে প্রয়াগে আসতে এত সময় অতিবাহিত হবে কেন?

(হেমচন্দ্রের প্রবেশ)

হেমচন্দ্র। প্রভু, দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন।

মাধবাচার্য্য। এস বৎস, আমি উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে তোমার প্রতীক্ষা কর্চ্ছিলুম।

হেমচন্দ্র। অপরাধ নেবেন না প্রভু, দিল্লীতে আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হয়নি।

মাধবাচার্য্য। আমি দিল্লীর সংবাদ জানি। শুনলুম, তুমি বখ্‌তিয়ার খিলিজীকে হাতির পায়ের তলা থেকে উদ্ধার ক'রেছ?

হেমচন্দ্র। বখ্‌তিয়ার খিলিজী আমার পিতৃরাজ্য মগধ অধিকার করেছে। সে আমার মহাশত্রু। তাই মগধবিজেতাকে আমি হাতির পায়ের তলা থেকে বাঁচিয়েছি···সম্মুখ যুদ্ধে তাকে বধ ক'রব বলে!

মাধবাচার্য্য। হুঁ—কিন্তু সেজন্য তোমার প্রয়াগে আসতে এত বিলম্ব হ'ল কেন? তুমি কি মথুরায় গিয়েছিলে? বল—নীরব রইলে কেন?

হেমচন্দ্র। প্রভু;—

মাধবাচার্য্য। বুঝেছি, আমার অনুমান সত্য। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যাকে দেখতে মথুরায় গিয়েছিলে তার সাক্ষাৎ পেয়েছ কি?

হেমচন্দ্র। সাক্ষাৎ যে পাইনি সেজন্য দায়ী আপনি। আপনি মৃণালিনীকে মথুরা হ'তে সরিয়ে দিয়েছেন।

মাধবাচার্য্য। তোমার এরূপ সিদ্ধান্তের হেতু?

হেমচন্দ্র। আপনি আমার নামাঙ্কিত সাঙ্কেতিক আংটী আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ঐ আংটিতে আপনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। মথুরায় গিয়ে মৃণালিনীর ধাত্রীর মুখে শুনলুম সে আমার আংটি দেখে কোথায় চলে গেছে। আমার অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে আমারি আংটীর সাহায্যে আপনি মৃণালিনীকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।

মাধবাচার্য্য। যদি তাই হয়, আমার ওপর রাগ কোরোনা হেমচন্দ্র! শত্রু নিপাত এখন তোমার একমাত্র ধ্যান হওয়া উচিত। এসময়ে তুমি মৃণালিনীর আশায় বসেছিলে, তাই তোমার পিতৃরাজ্য হারালে। তুমি মগধে থাকলে বখ্‌তিয়ার খিলিজীর সাধ্যও হ'ত না যে মগধ জয় করে।

হেমচন্দ্র। আচার্য্য—

মাধবাচার্য্য। মৃণালিনীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তুমি শত্রু নিপাতে নিশ্চেষ্ট থাকবে তা হ'তে পারে না; মাধবাচার্য্য জীবিত থাকতে তা সে হতে দেবে না। তাই মৃণালিনীকে এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি যে, শত চেষ্টা করেও তুমি তার কোন সন্ধান পাবে না।

হেমচন্দ্র। তার সন্ধান আমি পাব না?

মাধবাচার্য্য। না—কিছুতেই না।

হেমচন্দ্র। তাই যদি হয়, তা হ'লে আপনার শত্রু নিপাত ব্রত আপনারই থাক; আমায় বিদায় দিন।

মাধবাচার্য্য। ছিঃ ছিঃ হেমচন্দ্র! এই তোমার বীর গর্ব্ব! এই তোমার শিক্ষা? এক নারীর ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করতে বিমুখ হবে!

হেমচন্দ্র। মৃণালিনীকে যদি হারাতে হয় তাহ'লে রাজ্য, শিক্ষা, বীরত্বের গর্ব্ব, সব অতল জলে ডুবে যাক্।

মাধবাচার্য্য। ধৈর্য্য হারিয়ো না হেমচন্দ্র। মৃণালিনী কোথায় আমি তোমায় বলব। আমি তার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেওয়াব। এখন আমার পরামর্শ মত কাজ কর।

হেমচন্দ্র। আগে মৃণালিনী কোথায় না জানলে আমি আপনার কোন পরামর্শ শুনবো না।

মাধবাচার্য্য। আর যদি মৃণালিনীর মৃত্যু হয়ে থাকে?

হেমচন্দ্র। মৃণালিনীর মৃত্যু!

মাধবাচার্য্য। হ্যাঁ, মনে কর, মৃণালিনীর মৃত্যু হয়েছে।

হেমচন্দ্র। তা যদি হয় তবে সেও আপনারই কীর্ত্তি।

মাধবাচার্য্য। হাঁ, আমি স্বীকার কর্চ্ছি, কর্ত্তব্য সাধনের পথে মৃণালিনীরূপিণী কণ্টক আমি স্বহস্তে বিনষ্ট করেছি।

হেমচন্দ্র। মৃণালিনীকে যে বধ করেছে সে আমারও বধ্য। গুরু-হত্যা, ব্রহ্মহত্যা···কোন মহাপাপের ভয়েই তা হলে হেমচন্দ্র পশ্চাৎপদ্ হবেনা ব্রাহ্মণ!

মাধবাচার্য্য। হাঃ হাঃ হাঃ। গুরুহত্যায়, ব্রহ্মহত্যায় তোমার আনন্দ হতে পারে হেমচন্দ্র-! কিন্তু স্ত্রীহত্যায় মাধবাচার্য্যের কোন আনন্দ নেই। তোমার মৃণালিনী জীবিতা আছে।

হেমচন্দ্র। জীবিতা! কোথায়?

মাধবাচার্য্য। নিজে সন্ধান করে বা'র কর। যাও আর বাক্য ব্যয় নয়। এই মুহূর্ত্তে তুমি আমার আশ্রম পরিত্যাগ কর।

হেমচন্দ্র। আচার্য্য! মৃণালিনীকে হারিয়ে আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়েছি। আমার মস্তিষ্ক অপ্রকৃতিস্থ! আপনি শুধু একটীবার

বলুন সে কোথায়? তারপর আপনি আমায় যে আজ্ঞা করবেন, প্রতিজ্ঞা কচ্চি আচার্য্য, আমি তা জীবন দিয়ে পালন করব। একটীবার—শুধু একটীবার বলুন মৃণালিনী কোথায়?

মাধবাচার্য্য। স্থির হও বৎস। শোন, মৃণালিনীকে আমি গৌড়দেশে আমারি এক শিষ্যের গৃহে রেখেছি। তোমাকেও এখন গৌড়দেশে যেতে হবে, তবে মৃণালিনীর দেখা তুমি পাবে না।

হেমচন্দ্র। পাব না?

মাধবাচার্য্য। না, আমার শিষ্যের প্রতি আজ্ঞা আছে, যতদিন মৃণালিনী সেখানে থাকবে ততদিন সে পুরুষান্তরের সাক্ষাৎ না পায়।

হেমচন্দ্র। বেশ, সাক্ষাৎ না পাই, যা বল্‌লেন এতেই আমি চরিতার্থ। এখন আমার প্রতি কি আদেশ আচার্য্য?

মাধবাচার্য্য। বলছি। তুমি দিল্লী গিয়ে বখ্‌তিয়ার খিলিজীর ভবিষ্যৎ কর্ম্ম পদ্ধতি কি বুঝলে?

হেমচন্দ্র। বখ্‌তিয়ার বঙ্গ বিজয়ের আয়োজন কর্চ্ছে! শীঘ্রই সে সসৈন্যে গৌড়দেশে আগমন কর্ব্বে।

মাধবাচার্য্য। হুঁ—তাহলে আর কালবিলম্ব নয় হেমচন্দ্র! তুমিও গৌড়দেশে যাত্রা কর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মথুরায় অবস্থান করে, তুমি যে সাম্রাজ্য একদিন হেলায় হারিয়েছ, এবার গৌড়বঙ্গে উপস্থিত হ'য়ে সে সাম্রাজ্য তুমি বাহুবলে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে।

হেমচন্দ্র। কিন্তু আমার সৈন্যবল কোথায় আচার্য্য!

মাধবাচার্য্য। সৈন্যবল যাতে তুমি সংগ্রহ করতে পার সে চেষ্টা আমি করব বৎস!

হেমচন্দ্র। আচার্য্য!

মাধবাচার্য্য। গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেন আমার পরিচিত। আমি গৌড় বঙ্গে গমন করে—সে যা হোক···পরে বিহিত করব। এখন তুমি নবদ্বীপে গমন কর। সেখানে আমার সাক্ষাৎ পাবে।

হেমচন্দ্র। যথা আজ্ঞা প্রভু—

(উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

লক্ষ্মণাবতী-হৃষীকেশের গৃহ।

ব্যোমকেশ ও কালীদত্ত।

কালী। দাদা, বাড়ী এসেছ, চোখ মেলে তাকাও।

ব্যোমকেশ। কে গান গাইছ সখি?

"কাহার কুঞ্জে রাত কাটায়ে এলে প্রভাতে বাঁকা শ্যাম।"

কে তুমি বিন্দেদূতী?

কালী। আঃ কি পাগলামী কর্চ্ছ ব্যোমকেশ দা? চুপ কর—বাড়ী এসেছ যে?

ব্যোমকেশ। বাড়ী? মানে ভবন? আমার ব্রজ ভবন?

"কই কানু কই গুণমণি
আমি রাই তব উন্মাদিনী"

কালী। আ মোলো যা, আচ্ছা পেঁচিমাতালের পাল্লায় পড়েছি। চোখ মেলে তাকাবে তো তাকাও—নইলে থাক পড়ে···আমি চল্লুম।

ব্যোমকেশ।

"না না যেয়োনা যেয়োনা সখা,
বৃন্দাবন ত্যজি মথুরায়।
নয়ন মেলিনু আমি"—

হায় হায় হায়! হলদে পাখী মৃণালিনী বসি জানালায়?
ঐ যা, আমায় দেখে সরে গেল যে।

(শিষ দিল)

(মণিমালিনীর প্রবেশ)

মণিমালিনী। দাদা—

ব্যোমকেশ। কে! ও মণিমালিনী! তুই—

মণিমালিনী। সারারাত বাইরে কাটিয়ে এই সকাল বেলা বাড়ী ফিরে আবার মাতলামী কর্চ্ছ?

ব্যোমকেশ। মাতলামী? ছিঃ ভগ্নী—ছিঃ সহোদরে! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-পুঙ্গবকে ও কথা বোলোনা—ওতে জ্যেষ্ঠের সম্মানের অপলাপ হয়।

মণিমালিনী। তোমার আবার মান অপমান আছে নাকি? সে জ্ঞান থাকতো যদি তাহ'লে বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও তুমি মৃণালিনীকে দেখে অমন ইতরের মত শিষ দিতে না!

ব্যোমকেশ। বারে; মৃণালিনীকে দেখে শিষ দেব কেন? আমিতো গঙ্গায় স্নান করে এসে আমাদের ওই পিঞ্জরের পাখীটাকে কৃষ্ণনাম শিখাচ্ছিলেম। পড়ো বাবা ময়না, রাধাকৃষ্টো বলো—(শিষ) রাধেকৃষ্টো বলো (শিষ)। (প্রস্থান)

মণিমালিনী। দাদা এতখানি অধঃপাতে যাবে কোনদিন কল্পনাও করিনি। এমন লক্ষ্মীপ্রতিমা মৃণালিনী···তাকে দেখে—

(মৃণালিনীর প্রবেশ)

মৃণালিনী। সই মণিমালিনী—

মণিমালিনী। এই যে, এসো সই! ভয় নেই, এসো না? দাদা ভেতরে চলে গেছে।

মৃণালিনী। আমার বড় ভয় করে সই!

মণিমালিনী। ভয় কি মৃণালিনী! যতক্ষণ আমি কাছে রয়েছি সাধ্যি কি দাদার যে তোমার মুখের পানে চোখ তুলে তাকায়!

মৃণালিনী। তুমি কাছে আছ, তাই নির্ভাবনায় এ পুরীতে বাস কৰ্চ্ছি। নইলে—

মণিমালিনী। তুমি রাগ কোরোনা ভাই। বাবা বড় সাদাসিধে মানুষ। আর তা ছাড়া মা মারা যাবার পরে দাদাকে তিনি বড় বেশী আদর আহ্লাদ দিয়েছেন। সেই হয়েছে দাদার কাল। বাবাকে এত বলি, তবু দাদার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তিনি বিশ্বাস করেন না।

মৃণালিনী। সই—

মণিমালিনী। ওকথা যাক। আজ তোমার জীবন কথার বাকীটুকু আমায় শোনাবে বলেছিলে, তাই বল না সই।

মৃণালিনী। কি শুন্‌বে?

মণিমালিনী। তুমি মাধবাচার্য্যের সঙ্গে পালালে কি করে?

মৃণালিনী। তিনি আমায় হেমচন্দ্রের আংটী দেখিয়েছিলেন, তাই দেখে আমি হেমচন্দ্রকে পাবার আশায় গৃহত্যাগ করলুম।

মণিমালিনী। তারপর?

মৃণালিনী। প্রথমতঃ নৌকায় এসে আমি হেমচন্দ্রকে না দেখে ভীত হয়েছিলাম। কিন্তু মাধবাচার্য্য আমায় মাতৃ সম্বোধন করলেন;

বল্‌লেন···তিনি হেমচন্দ্রের গুরু ; হেমচন্দ্রের মঙ্গলের জন্যই তিনি আমায় দূর দেশে নিয়ে যাচ্ছেন। তাই আমি অসঙ্কোচে তাঁর সঙ্গে চলে এলুম। এসে তোমাদের গৃহে আশ্রয় পেলুম।

মণিমালিনী। তুমি আমাদের গৃহে নির্ভাবনায় থাকতে পার সই,—কিন্তু ভাবছি হেমচন্দ্রের সঙ্গে আর কতদিনে সাক্ষাৎ হবে ?

মৃণালিনী। ভগবান জানেন সই! আমি এখনো জীবন ধারণ করে রয়েছি, সমস্ত দুঃখ কষ্ট হাসিমুখে বরণ কচ্ছি, শুধু সেই দিনের প্রতীক্ষায়। সই মণিমালিনী, ঠাকুরের পায়ে প্রতিদিন এত ফুল দিচ্ছি, এত কাতর হয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি, ঠাকুর কি মুখ তুলে চাইবেন না ?

মণিমালিনী। চাইবেন বই কি সই ? তোমার আকুল প্রার্থনা ঠাকুর নিশ্চয় পূর্ণ করবেন !

(নেপথ্যে গিরিজায়ার গান)

"মথুরা বাসিনী মধুর হাসিনী
শ্যাম বিলাসিনী রে"—

মৃণালিনী। সই ! কে গান গাইছে না ?

মণিমালিনী। বুঝি এক ভিখারিণী।

মৃণালিনী। বড় মিষ্টিগান—ওকে ডেকে আনো না সই—

মণিমালিনী। আচ্ছা যাচ্ছি—(প্রস্থান)

মৃণালিনী। ওই গান শুনে আমার মন আনন্দে দুলে ওঠে কেন ? ঠিক অমনি গান মথুরায় আমার জানালার নীচে প্রতিদিন শুনতে পেতুম ! ঐ গান···ওযে ছিল তাঁরই মিলন সঙ্গীত !

(গিরিজায়া সহ মণিমালিনীর পুনঃপ্রবেশ।)

মণিমালিনী। এই নাও সই, গানের পাখী ধরে এনেছি।

মৃণালিনী। গাওতো ভাই, কি গাইছিলে ?

(গিরিজায়ার গান ।)

মথুরা-বাসিনী মধুর-হাসিনী
শ্যাম-বিলাসিনীরে।
কহলো নাগরী গেহ পরিহরি
কাহে বিবাগিনীরে॥
বৃন্দাবন ধন গোপিনী মোহন
কাহে তু তেয়াগিরে।
দেশ দেশ পর সো শ্যাম-সুন্দর
ফিরে তুয়া লাগি রে॥
বিকচ নলিনে যমুনা পুলিনে
বহুত পিয়াসা রে।
চন্দ্রমাশালিনী যা মধু-যামিনী
না মিটিল আশারে॥
সা নিশি সমরি কহলো সুন্দরী
কাঁহা মিলে দেখা রে।
শুনি যাওরে চলি বাজয়ি মুরলী
বনে বনে একারে॥

মণিমালিনী। বাঃ চমৎকার গেয়েছ !

নেপথ্যে হৃষীকেশ। মণিমালিনী, আমার পূজার আয়োজন কর্চ্ছিস ?

মণিমালিনী। যাই বাবা !

মৃণালিনী। সই, আসবার সময এর জন্য কিছু নিয়ে এস !

(মণিমালিনীর প্রস্থান)

মৃণালিনী। তোমার নাম কি ?

গিরিজায়া। গিরিজাযা—!

মৃণালিনী। কোথায় থাক ?

গিরিজায়া। এই নগরেই—

মৃণালিনী। তোমায় কে গান শেখায় ?

গিরিজায়া। যেখানে যা পাই তাই শিখি।

মৃণালিনী। কিন্তু এ গানটী কে শেখালে ?

গিরিজায়া। এখন যেটা গাইলুম ?

মৃণালিনী। হ্যাঁ—

গিরিজায়া। এক বেনে শিখিয়েছে।

মৃণালিনী। বেনে—

গিরিজায়া। হ্যাঁ—এই শহরে নতুন এসেছে! মথুরানগরের বেনে!

মৃণালিনী। মথুরানগরের বেনে! মথুরার বেনে!

গিরিজায়া। তুমি তাতে চমকে উঠছ কেন ভাই ?

মৃণালিনী। তোমায় আর কি গান শিখিয়েছে ?

গিরিজায়া। শোনো—

"কাঁহা মৃণাল হামারি…
কাঁহা মৃণাল হামারি"

মৃণালিনী। কাঁহা মৃণাল হামারি—কাঁহা মৃণাল হামারি।

গিরিজায়া। একি! তোমার চোখে জল ?

মৃণালিনী। না, শোনো গিরিজায়া, যে তোমায় গান শিখিয়েছে সেই বেনেকে বোলো—মৃণাল কোথায় সে সন্ধান আমি দিতে পারি।

গিরিজায়া। তুমি ?

মৃণাল। হ্যাঁ—"কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে," সে মৃণালের সব পরিচয় কাগজে লিখে এই খোঁপার ভেতর লুকিয়ে রেখেছি। মনে আশা নিয়ে বসে আছি, কোন সুযোগ পেলেই মৃণালের সব

কাহিনী তাঁকে জানাব। এই নাও ভাই, এতে লেখা আছে মৃণালের সন্ধান। তাঁকে দিও গিরিজায়া।

গিরিজায়া। বেশ তাই হবে, আমি চল্লুম তবে—

মৃণালিনী। তিনি কি জবাব দেন কাল এসে আমায় জানাবে কিন্তু— (গিরিজায়া গমনোদ্যতা) না-না, আজই রাত এক প্রহরে, ঐ উত্তর দিকের পাঁচীলের কাছে।

গিরিজায়া। বেশ তাই হবে। হ্যাঁ ভাল কথা—একাই আসব তো?

মৃণালিনী। একা! না, একা কেন? তোমার যদি ভয় লাগে! বরং সেই বণিককেও সঙ্গে নিয়ে এসো।

গিরিজায়া। বুঝেছি! তাই আনবো গো, তাই আনবো।

মৃণালিনী। চুপ—ঐ ব্যোমকেশ লক্ষ্য কর্চ্ছে। সরে যাও—সরে যাও।

তৃতীয় দৃশ্য

লক্ষ্মণাবতী। নদী পথ।

হেমচন্দ্র

হেমচন্দ্র। দিগ্বিজয়, দিগ্বিজয়—

(দিগ্বিজয়ের প্রবেশ)

দিগ্বিজয়। আমায় ডাকছেন আজ্ঞে?

হেমচন্দ্র। হাঁ দিগ্বিজয়! সেই ভিখারিণী এসেছিল?

দিগ্বিজয়। কে?

হেমচন্দ্র। যাকে গান শিখিয়ে পাঠিয়েছিলুম?

দিগ্বিজয়। ও হরি! আপনি তার আশায় বসে আছেন? ওঁরা

হলেন—কি বলে ওকে—নিশাচরী! চরে খেতে বেরিয়েছেন—কখন কোথায় অধিষ্ঠান হবেন—কেউ জানতে পাবে না।

হেমচন্দ্র। শোন দিগ্বিজয়! আমি একখানা পত্র লিখে রাখছি। তুমি এদিকে একটু লক্ষ্য বেখ—সে এলেই আমায় সংবাদ দিও।

(প্রস্থান)

দিগ্বিজয়। যে আজ্ঞে।—নাঃ যুবরাজ দেখছি মৃণালিনীব জন্য পাগল হবেন। মগধের যুবরাজ, মথুবায় তীর্থ করতে গিয়ে হঠাৎ শ্রেষ্ঠী কন্যাব সঙ্গে দেখা। যমুনার জলে নৌকা ডুবী হচ্ছিল—সেখান হতে তাকে টেনে তুল্‌লেন। সেই থেকে কি যে হ'ল—কেবল মৃণালিনী আব মৃণালিনী। এই দুব লক্ষ্মণাবতীতে এসেও তাব আশা ছাড়তে পারলেন না—বৈষ্ণবীকে গান শিখিয়ে পাঠালেন তাকে ধবতে! ঐ যে, বলতে না বলতেই শ্রীমতীর আবির্ভাব মনে হচ্ছে।

(গাহিতে গাহিতে গিবিজায়াব প্রবেশ)

"ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি ফিরিনু বহু দেশ।
কাঁহা মেরে কান্ত বরণ, কাঁহা রাজ বেশ।"

দিগ্বিজয়। এই যে, ঘাট বাট চড়ে ফিরলে সুন্দবী।

গিরিজায়া। কে! দিগ্বিজয়! তুমি কোন দিক জয় কবতে চলেছ দিগ্বিজয়?

দিগ্বিজয়। তোমার দিক—

গিরিজায়া। আমি একটা দিক নাকি? মিন্সেব দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই—

দিগ্বিজয়। কেমন কবে থাকবে? তুমি যা অন্ধকার, তোমায়

দেখ্‌লেই আমি দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। এখন চল নিশাচরী সুন্দরী,—প্রভু তোমায় ডাকছেন।

গিরিজায়া। কেন?

দিগ্বিজয়। তোমার সঙ্গে বোধ হয় আমার বিয়ে দেবেন।

গিরিজায়া। কেন? তোমার কি মুখাগ্নি করার আর লোক জুটল না?

দিগ্বিজয়। না, সে কাজ তোমাকেই করতে হবে। এখন চল,— ঐ যে আর যেতে হ'ল না—প্রভু এসে পড়েছেন।

গিরিজায়া। আচ্ছা দিগ্বিজয়, একটা কথা বলতে পার? তোমার প্রভু মৃণালিনীর জন্য এত অধৈর্য্য,তবু তাকে বিয়ে করেন নি কেন?

দিগ্বিজয়। সুবিধে ঘটেনি···তাই!

গিরিজায়া। সুবিধে ঘটেনি?

দিগ্বিজয়। উঁহু, মৃণালিনীর বাপ বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠী। মগধের মহারাজ ছিলেন গোঁড়া হিন্দু।

গিরিজায়া। মহারাজের ভয়েই তাহলে যুবরাজ এতদিন—

দিগ্বিজয়। চুপ্‌—ওই এসে পড়েছেন—আমি গা ঢাকা দিলুম।

(প্রস্থান)

(হেমচন্দ্রের প্রবেশ)

গিরিজায়া। (গান)

"বিকচ নলিনে, যমুনা পুলিনে
বহুত পিয়াসারে।"

হেমচন্দ্র। গিরিজায়া! পিয়াসা মিটল?

গিরিজায়া। কার? আমার না আপনার?

হেমচন্দ্র। আমার?

গিরিজায়া। শুনেছি রাজরাজরাড় পিয়াসা বা আশা কিছুতেই মেটে না!

হেমচন্দ্র। আমার আশা খুব সামান্য।

গিরিজায়া। বেশ ত, যদি কোনদিন মৃণালিনীর দেখা পাই—তাকে একথা বলব।

হেমচন্দ্র। সেকি, তবে কি আজও দেখা পাও নাই?

গিরিজায়া। উঁহু!

হেমচন্দ্র। এত করেও যখন সন্ধান পেলুম না,—তবে আর বৃথা আশা কেন? কেন মিছে কালক্ষেপ করে আত্মকর্ম্ম নষ্ট করব! গিরিজায়া, কালই আমি তোমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবো।

গিরিজায়া। তথাস্তু।

শুনি যাওয়ে চলি বাজায়ি মুরলি
বনে বনে একারে।"

হেমচন্দ্র। না-না, আর ও গান কেন? ও গান শেষ করে দাও। শেষ করে দাও—

গিরিজায়া।

"কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে!"

হেমচন্দ্র। কি! কি গাইলে! মৃণাল কি?

গিরিজায়া। না, কিছু নয়—

হেমচন্দ্র। না, তোমায় গাইতে হবে, গাও—গাও—

গিরিজায়া। আঃ ছাড়ুন না, আমার কি এত শীগ্‌গির নূতন গান মুখস্ত হয়? এই দেখুন না, কাগজে লেখা আছে, নিজে পড়ুন।

হেমচন্দ্র। (পাঠ)

"কণ্টকে গড়িল বিধি, মৃণাল অধমে
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে
রাজহংস দেখি এক নয়নরঞ্জন
চরণ বেড়িয়া তারে করলি বন্ধন।"

মৃণালিনীর হস্তাক্ষর! মৃণালিনীর···না, না গিরিজায়া, আর আমায় ছলনা কোরোনা, শীঘ্র বল, কোথায় মৃণালিনী?

গিরিজায়া। এই নগরে।

হেমচন্দ্র। তা জানি, কিন্তু এ নগরের কোথায়?

গিরিজায়া। হৃষীকেশ শর্ম্মার বাড়ী—

হেমচন্দ্র। আঃ কি বিপদ! সে তো আমিই তোমায় বলে দিয়েছি। বল সে এখান থেকে কত দূর?

গিরিজায়া। অনেক দূর—

হেমচন্দ্র। এখান থেকে কোনদিকে যেতে হয়?

গিরিজায়া। এখান থেকে পশ্চিম, তারপর পূর্ব, তারপর উত্তর, তারপর দক্ষিণ।

হেমচন্দ্র। আঃ তামাসা রাখ, নইলে তোমার মাথা ভেঙ্গে দেব!

গিরিজায়া। রাগ কর্চ্ছেন কেন? ঠাণ্ডা হোন, পথ বলে দিলে চিনে যাওয়া মুস্কিল। বলেন তো আমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি।

হেমচন্দ্র। কিন্তু আগে বল—সে কেমন আছে?

গিরিজায়া। শরীরে কোন পীড়া নাই।

হেমচন্দ্র। তার মনের কথা কিছু বুঝলে?

গিরিজায়া। বর্ষাকালের পদ্মের মত; মুখখানি যেন জলে ভাসছে!

হেমচন্দ্র। পরগৃহে কি ভাবে রয়েছে?

গিরিজায়া। ওই অশোক গাছের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ঠিক ওই অশোকস্তবকের মত আপনার গৌরবে আপনি নম্র।

হেমচন্দ্র। মৃণালিনী তোমায় আর কি বলল ?

গিরিজায়া। বল্‌লে—"যোদিন জানকী রঘুবরে নিরখি"

হেমচন্দ্র। আবার (কেশাকর্ষণ)

গিরিজায়া। আঃ ছাড়ুন—ছাড়ুন। আমার মুখে শোনবার মত সে বিশেষ কিছুই বলেনি। তবে মনে হ'ল দিনের বেলায় সূর্য্যমুখী ফুলের মত হেমচন্দ্ররূপী সূর্য্যের পানেই তাকিয়ে থাকে। আর রাত্রে কমলিনীর মত হেমচন্দ্র অর্থাৎ সোনার চাঁদের উদয় পথ চেয়ে তাকিয়ে থাকে।

হেমচন্দ্র। গিরিজায়া!

গিরিজায়া। দেখা করবেন তার সঙ্গে ? আজ একপ্রহর রাত্রে সে আমায় আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছে।

হেমচন্দ্র। সে আমায় যেতে বলেছে! আমি আমার মৃণালিনীর কাছে—না-না মৃণালিনীর সঙ্গে আপাততঃ সাক্ষাতের অধিকার আমার নাই। গিরিজায়া, এই পত্র লিখে রেখেছিলুম। আজ রাত্রে তুমি মৃণালিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই পত্রখানি তাকে দিও।

গিরিজায়া। যে আজ্ঞে—

হেমচন্দ্র। শোনো, মৃণালিনী কি উত্তর দেন আজ রাত্রেই কিন্তু আমাকে জানাবে।

গিরিজায়া।—

"চন্দ্রমা শালিনী যা মধু যামিনী
না মিটিল আশারে!"

(প্রস্থান)

হেমচন্দ্র। শোনো গিরিজায়া, মৃণালিনীকে আর একটী কথা—

(অপরদিক হইতে মাধবাচার্য্যের প্রবেশ।)

মাধবাচার্য্য। হেমচন্দ্র—

হেমচন্দ্র। একি! আচার্য্য! আপনি কোথা হতে?

মাধবাচার্য্য। সে প্রশ্ন পরে! শোনো হেমচন্দ্র, তুমি আমার আদেশ মত নবদ্বীপে না গিয়ে এখনো পথে বিলম্ব কর্চ্ছ সে জন্য তোমার প্রতি আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি। আর তুমি মৃণালিনীর সন্ধান পেয়েও আমার নিকট পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর নি—এজন্য আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।

হেমচন্দ্র। প্রভু—

মাধবাচার্য্য। কিন্তু বেগবান হৃদয়কে বিশ্বাস নেই। মৃণালিনীর উত্তরের অপেক্ষায় তুমি আর এখানে থাকতে পাবে না। এই মুহূর্ত্তে তোমাকে আমার সঙ্গে নবদ্বীপ যাত্রা করতে হবে।

হেমচন্দ্র। এই মুহূর্ত্তে—?

মাধবাচার্য্য। হ্যাঁ; ঘাটে নৌকা প্রস্তুত, দিগ্বিজয় ইতিমধ্যে তোমার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নৌকায় আরোহণ করেছে। এস হেমচন্দ্র।

হেমচন্দ্র। বেশ তাই হবে প্রভু, মৃণালিনীর আশা অতল জলে ডুবে গেছে। যাক্, চলুন আচার্য্য, আমি বীরব্রত পালন করতে আপনার অনুগামী হব। আর এ হৃদয়ে দুর্ব্বলতাকে স্থান দেব না। কিন্তু ভাবছি আচার্য্য,—আপনি কে? আপনি কামচারী না অন্তর্য্যামী?

মাধবাচার্য্য। বৎস, আমি হেমচন্দ্রের অস্ত্রগুরু,…শাস্ত্রগুরু, এই পরিচয়ই যেন আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় হয়—সব চেয়ে বড় পরিচয়।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

হৃষীকেশের গৃহ

[রাত্রিকাল, গিরিজায়া দ্বারে মৃদু করাঘাত করিতেছিল ; একটু পরে দ্বার খুলিয়া মৃণালিনীর প্রবেশ।]

মৃণালিনী। একি, গিরিজায়া, তুমি একা ? হেমচন্দ্র কোথায় ?

গিরিজায়া। তিনি আসেন নি।

মৃণালিনী। আসেন নি! কেন ?

গিরিজায়া। গুরুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন—শত্রু বিনাশের আগে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না। এই চিঠি পাঠিয়েছেন তোমায়।

মৃণালিনী। চিঠি! (মৃণালিনীর চিঠি পাঠ) গিরিজায়া, তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি এখনি এর উত্তর লিখে নিয়ে আসছি।

গিরিজায়া। উত্তর দেবে কাকে ?

মৃণালিনী। কেন ? হেমচন্দ্রকে—

গিরিজায়া। হেমচন্দ্র এ নগরে নেই—তিনি আজই রাত্রে নবদ্বীপ যাত্রা করেছেন।

মৃণালিনী। সেকি! তিনি যে আমায় অনুরোধ করেছেন এই রাত্রেই তোমার হাতে তাঁকে উত্তর পাঠাতে!

গিরিজায়া। আমাকেও তাই বলেছিলেন। কিন্তু এখানে আসবার সময় দেখলুম, এক ব্রাহ্মণ তাঁকে নিয়ে নৌকায় উঠ্‌ছেন।

মৃণালিনী। ব্রাহ্মণ!

গিরিজায়া। হাঁ, শুনলুম তিনিই তাঁর গুরু মাধবাচার্য্য! হেমচন্দ্রকে নিয়ে তিনি নবদ্বীপ চলে গেছেন।

মৃণালিনী। মাধবাচার্য্য! মাধবাচার্য্যই আমার অদৃষ্টাকাশের কুগ্রহ—মাধবাচার্য্যই আমার কাল।

গিরিজায়া। চুপ কর—কার যেন সাড়া পাচ্ছি!

মৃণালিনী। আর ঘরের বাইরে নয়। গিরিজায়া, তুমি আজ যাও। পারতো কাল আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরো।

গিরিজায়া। আসব বই কি—নিশ্চয় আসব।

[গিরিজায়ার প্রস্থান। মৃণালিনী প্রস্থানোদ্যতা… এই সময় ব্যোমকেশের প্রবেশ]

ব্যোমকেশ। কোথায় যাচ্ছ সখি? এইবার জালে পড়েছ।

মৃণালিনী। একি! ব্যোমকেশ! পথ ছাড়।

ব্যোমকেশ। কিন্তু অনুগৃহীত ব্যক্তিটী কে… শুনতে পাইনে?

মৃণালিনী। তুমি ব্রাহ্মণকুল-কলঙ্ক! আমার হাত ছাড়।

ব্যোমকেশ। কেন ছাড়ব? হাতছাড়া কি করতে আছে? ছাড়াছাড়িতে আর কাজ কি ভাই? আমি কি মানুষ নই? যদি একের মনোরঞ্জন করেছ—তা হলে অন্যকে করতে কি দোষ সখি?

মৃণালিনী। কুলাঙ্গার! যদি হাত না ছাড—তাহলে আমি চীৎকার করে বাড়ীর সবাইকে জাগিয়ে তুলব।

ব্যোমকেশ। জাগাও না। আমি বলব—অভিসারিকাকে ধরেছি। কে তোমায় রক্ষা করবে—তোমার প্রাণের সই, আমার ভগ্নী মণিমালিনী?

মৃণালিনী। আমিই তোমার ভগ্নী—

ব্যোমকেশ। তুমি আমার সম্বন্ধীর ভগ্নী—আমার ব্রাহ্মণীর ভাইএর ভগ্নী, আমার প্রাণাধিকা রাধিকা—সর্ব্বার্থ সাধিকা—

মৃণালিনী। নিপাতে যাও শয়তান (ব্যোমকেশকে পদাঘাত)

ব্যোমকেশ। লাথি মারলে ? ধন্য হলুম—ও চরণ স্পর্শে মোক্ষপদ পাব। সুন্দরী, তুমি আমার দ্রৌপদী—আমি তোমার জয়দ্রথ।

(অলক্ষ্যে গিরিজায়ার প্রবেশ)

গিরিজায়া। আর আমি তোমার অর্জ্জুন—(ব্যোমকেশের পৃষ্ঠে দংশন)।

ব্যোমকেশ। রাক্ষসি, তোর দাঁতে একি বিষ ! ওঃ মলুম—মলুম—কালসাপিনী দংশন করেছে।

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে কোলাহল—কি হ'ল—কি হ'ল)

গিরিজায়া। আর বিলম্ব নয়—পালিয়ে এস।

মৃণালিনী। পালিয়ে যাব !

নেপথ্যে ব্যোমকেশ। কুলটা মৃণালিনী অভিসারে যাচ্ছিল—আমি তাকে আটকাই, তাই আমায় কামড়ে দিয়েছে।

গিরিজায়া। ওই শুনলে তো ! এ অপবাদের পরও এ গৃহে থাকতে চাও ?

মৃণালিনী। না থাকব না—কিন্তু কোথায় যাব ?

গিরিজায়া। মথুরায়—

মৃণালিনী। মথুরায় আমার স্থান নেই !

গিরিজায়া। তা হলে শীঘ্র চল—আমি তোমায় পৌঁছে দেব নবদ্বীপ। নবদ্বীপ—নবদ্বীপ।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

গৌড় রাজসভা

সিংহাসনে বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন।

ধর্ম্মাধিকার পশুপতি, সভাপণ্ডিত দামোদর শর্ম্মা ও সামন্তগণ।

গোপীদাস।

ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে
মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল কূজিত কুঞ্জকুটীরে
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে
নৃত্যতি যুবতি জনেন সমংসখী বিরহি জনস্য দুরন্তে।

সখি শ্রীরাধাকে সম্বোধন করে বলছেন—হে প্রিয় সখি, দেখ দেখ, মলয়ানিল আলিঙ্গনে লবঙ্গলতিকাসমূহ কেমন অনুপম মূর্ত্তি ধারণ করেছে। ভ্রমর গুঞ্জনের সঙ্গে কোকিলের কুহুরব মিশ্রিত হয়ে নিকুঞ্জ গৃহকে পরিপূরিত করে তুলেছে। এই মনোরম বসন্তকালে শ্রীহরি যুবতি জন সঙ্গে বিহারে প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করেছেন। ওহো, বসন্ত ঋতু বিরহীজনের পক্ষে বড়ই দুর্ব্বিসহ।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। মহারাজ;—

লক্ষ্মণ সেন। আঃ, এ সময় আবার গোলমাল কেন!

প্রতিহারী। মহারাজ, মাধবাচার্য্য দ্বারে উপস্থিত।

লক্ষ্মণ সেন। মাধবাচার্য্য! যাও সসম্মানে নিয়ে এস।

(প্রতিহারীর প্রস্থান)

তাহলে আজ আর পাঠ হ'ল না গোপীদাস বাবাজী! তাইতো, গীতগোবিন্দের "ললিত লবঙ্গলতা"র সুধারস আস্বাদন কর্চ্ছিলেম—

এমন সময়—অকস্মাৎ, মাধবাচার্য্য কেন? সভাসদ্‌গণ, আপনার কিছু অনুমান করতে পার্চ্ছেন?

(মাধবাচার্য্যের প্রবেশ)

মাধবাচার্য্য। অনুমানের প্রয়োজন নেই মহারাজ! আমি নিজ মুখেই আমার আগমনেব উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে এসেছি।

লক্ষ্মণ সেন। আসন গ্রহণ করুন আচার্য্য—

মাধবাচার্য্য। থাক্ .আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না মহারাজ! সময় অতি সংক্ষেপ; তাই বিনা ভূমিকায আমার বক্তব্য নিবেদন কবতে চাই।

লক্ষ্মণ সেন। বলুন—

মাধবাচার্য্য। মহারাজ! তুর্কীবা প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত হস্তগত করেছে। সম্প্রতি তারা মগধ জয় করেছে। এবাব শুনলুম আপনার গৌড়রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে।

লক্ষ্মণ সেন। অ্যাঁ তুর্কী! ও পশুপতি, বলে কি! তারা এসেছে নাকি?

মাধবাচার্য্য। এখনো এসে পৌছায়নি! কিন্তু এলে, তাদের বাধা দেবার কি আয়োজন করেছেন মহারাজ?

লক্ষ্মণসেন। তা তুর্কী এলে আমি কি করব? আমি কি করতে পারি! আমার প্রাচীন শবীর, বাতে পঙ্গু। আমাব তো আর লড়াইয়ের আয়োজন কবা সম্ভব নয! কি বলেন আপনারা?

অনেকে। নিশ্চয়—নিশ্চয়—

লক্ষ্মণ সেন। আমার এখন গঙ্গালাভ হলেই বাঁচি। তুর্কীরা আসতে চায়—আসুক।

মাধবাচার্য্য। এই কি গৌড়েশ্বরের উপযুক্ত কথা!

দামোদর। কেন উপযুক্ত নয় আচার্য্য! মহারাজের উক্তি সম্পূর্ণ শাস্ত্র সঙ্গত। শাস্ত্রে ঋষি বাক্য প্রযুক্ত আছে—যে, তুর্কীরা এদেশ অধিকার করবে। শাস্ত্রে আছে সুতরাং অবশ্য ঘটবে। মিছামিছি যুদ্ধ আয়োজন।

মাধবাচার্য্য। শাস্ত্র! শাস্ত্র! সভাপণ্ডিত দামোদর, বলতে পারেন—তুর্কীরা বঙ্গবিজয় করবে এ উক্তি কোন শাস্ত্রে আছে!

দামোদর। কেন? বিষ্ণুপুরাণে জ্বল জ্বল কর্চ্ছে। যথা—

মাধবাচার্য্য। যথা থাক্। বিষ্ণুপুরাণ এই সভাস্থলে নিয়ে আসুন। দেখিয়ে দিন—বিষ্ণুপুরাণের কোথায় এমন উক্তি আছে!

দামোদর। অ্যাঁ—বিষ্ণুপুরাণে নেই নাকি! তা হবে—হয়তো, আমার ঠিক স্মরণ নেই। আচ্ছা মনুসংহিতায় রয়েছে তো?

মাধবাচার্য্য। চমৎকার! গৌড়েশ্বরের সভাপণ্ডিতের দেখছি মনু-সংহিতা সম্বন্ধেও চমৎকার জ্ঞান! নিয়ে আসুন মনুসংহিতা—নিয়ে আসুন স্তুপাকার শাস্ত্রগ্রন্থ, তবু আমি মুক্ত কণ্ঠে বলছি—তুর্কীরা বঙ্গবিজয় করবে এমন উক্তি কোন শাস্ত্রে কোথাও নেই।

পশুপতি। কোন শাস্ত্রে নেই! আচার্য্য কি তাহলে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ?

মাধবাচার্য্য। এই সভাস্থলে যদি কারও সাধ্য থাকে—আমায় অশাস্ত্রজ্ঞ বলে প্রতিপন্ন করুন।

দামোদর। অত দর্প ভাল নয় মাধবাচার্য্য! আমিই প্রমাণ কর্চ্ছি শুনুন—আত্মশ্লাঘা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। যে আত্মশ্লাঘাপরবশ—সে যদি পণ্ডিত হয় তবে মূর্খ কে?

লক্ষণ সেন। আহা, থাক না ওসব কথা!

মাধবাচার্য্য। থাকবে কেন? শুনুন আপনারা—মূর্খ তিনজন। যে আত্মরক্ষায় যত্নহীন—সে মূর্খ, যে সেই যত্নহীনতার পরিপোষক

সে মূর্খ ; আর যে আত্মবুদ্ধির অতীত বিষয়ে বাক্য ব্যয় করে সেও মূর্খ। আপনার এবং এখানকার অনেকের মধ্যেই এই তিন দোষ বর্ত্তমান। সুতরাং আপনি এবং এই সভাস্থলের অনেকেই ত্রিবিধ মূর্খ।

পশুপতি। সাবধান—সাবধান মাধবাচার্য্য। এ অপমান আমরা সইব না।

লক্ষ্মণ সেন। আহা, চুপ কর পশুপতি! বল্‌লেনই বা কেন মিছে হাঙ্গামা—

পশুপতি। না মহারাজ। উপযাচক রূপে এসে দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণের এ ঔদ্ধত্য আমরা গৌড় জন সইব না।

সকলে। না, আমরা কেউ সইব না।

পশুপতি। প্রতিহারী, ব্রাহ্মণকে শৃঙ্খলিত কর।

(হেমচন্দ্রের প্রবেশ)

হেমচন্দ্র। সাবধান, মগধের যুবরাজ হেমচন্দ্র জীবিত থাকতে কারও সাধ্য নাই আচার্য্যের অঙ্গ স্পর্শ করে!

পশুপতি। মগধের যুবরাজ হেমচন্দ্র! এই ব্রাহ্মণের স্পর্দ্ধা—

হেমচন্দ্র। ব্রাহ্মণের স্পর্দ্ধা সইতে পারবেন না আপনারা! আর তুর্কীরা এসে যখন বীরপদভরে বঙ্গভূমি প্রকম্পিত করবে—তখন তাদের পদতলে নতজানু হয়ে সর্ব্বস্ব বিকিয়ে দিতে পারবেন।

পশুপতি। তুর্কী এখনো বঙ্গবিজয় করেনি। কিন্তু এত বীরত্বের আস্ফালন যার, সেই হেমচন্দ্রের রাজ্য মগধ কিন্তু এখন বখ্‌তিয়ার খিলিজীর পদানত।

হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্র মগধে উপস্থিত থাকলে শত বখ্‌তিয়ার খিলিজীর সাধ্য হ'ত না—মগধ জয় করে নেয়। হেমচন্দ্র আজ হৃতরাজ্য

উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প। শুধু বাগ-আস্ফালন নয়; সে আজ সম্মুখ যুদ্ধে বখ্‌তিয়ারের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সুদূর গৌড়ভূমে এই রাজসভাতলে আগমনের কারণ—গৌড়েশ্বর আসন্ন সমরে আমাকে সাহায্য করতে পারেন কি না—শুধু এই কথা জানতে।

লক্ষ্মণ সেন। ও পশুপতি,—এ বলে কি! যুদ্ধ করতে চায় যে! সর্ব্বনাশ! যুদ্ধ হলেই রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে যে! না বাপু! এ বয়সে আর ওসব হাঙ্গামা পোয়াতে পারব না।

মাধবাচার্য্য। মহারাজ—মহারাজ—

লক্ষ্মণ সেন। না ঠাকুর; ওসব কাটাকুটির ভেতর আমি নেই। রক্ত গঙ্গা, ও বাবা! তার চেয়ে হরিদ্বারে গিয়ে স্বর্গ-গঙ্গার কূলে দিন কাটাব। গঙ্গে, বিপত্তারিণী সুরধুনী,—

হেমচন্দ্র। তা হলে তুর্কী সৈন্য এলে আপনারা যুদ্ধ করবেন না?

লক্ষ্মণ সেন। যুদ্ধ তো ভাল। তাদের ফলার খাইয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাব।

হেমচন্দ্র। মহারাজ—মহারাজ—

লক্ষ্মণ সেন। আর কথা নয়, আমার সন্ধ্যে পূজোর সময় হল। পশুপতি, আজ সভাভঙ্গ হোক তবে। গঙ্গে বিপত্তারিণী,—বিপদসাগর পার কর মা।

পশুপতি। দাঁড়ান মহারাজ, সভাভঙ্গের পূর্ব্বে আমার একটী জিজ্ঞাস্য—

লক্ষ্মণ সেন। কি?

পশুপতি। আমি গৌড়রাজ্যের কে?

লক্ষ্মণ সেন। সে কি, তুমি গৌড়রাজ্যের প্রধান ধর্ম্মাধিকার! আমি

বৃদ্ধ স্থবির, তুমিই আমার হয়ে গৌড়রাজ্য শাসন কর্চ্ছ। আমি তো নামে রাজা—এ রাজ্যের মুকুটহীন রাজা তো তুমি!

পশুপতি। তা যদি হয়—তাহলে আমার সকল কার্য্য গৌড়েশ্বরের অনুমোদিত হবে?

লক্ষ্মণ সেন। নিশ্চয়!

পশুপতি। আমার আজ্ঞা সমস্ত নাগরিক রাজাজ্ঞার ন্যায় বিনা দ্বিধায় প্রতিপালন করবে?

লক্ষ্মণ সেন। করবে কি? কর্চ্ছেই তো!

পশুপতি। স্বয়ং মহারাজও আমার কোন কার্য্যে বাধা দেবেন না?

লক্ষ্মণ সেন। না—পশুপতি, না।

পশুপতি। তা যদি হয়—তাহলে শুনুন সভাজন, গৌড়েশ্বরের এই মহতী সভাস্থলে ঘোষণা কচ্ছি—বখ্‌তিয়ার খিলিজীর বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্র ধারণ করব। তার জন্য প্রয়োজন হয় মগধের যুবরাজ হেমচন্দ্র ও মাধবাচার্য্যের সাহায্য গ্রহণ করব। দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকতে আমরা আমাদের জন্মভূমি এই সোণার গৌড়বঙ্গকে শত্রুর হাতে তুলে দেব না।

মাধবাচার্য্য। আর দ্বিধা নয়—কোন কথা নয় মহারাজ! বল সভাজন—জয় গৌড়েশ্বরের জয়।

(সকলের জয়ধ্বনি)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উপবন—বাটীর সম্মুখ

মহাকালের তাণ্ডব নৃত্য

(হেমচন্দ্রের প্রবেশ)

হেমচন্দ্র। কে—কে তুমি নৃত্য কর্চ্ছ—যেয়োনা—দাঁড়াও—দাঁড়াও

(মাধবাচার্য্যের প্রবেশ)

মাধবাচার্য্য। হেমচন্দ্র—

হেমচন্দ্র। পথ ছাড়ুন আচার্য্য, পথ ছাড়ুন! আমি তাকে দেখতে পেয়েছি!

মাধবাচার্য্য। কে? কাকে দেখেছ?

হেমচন্দ্র। বুঝি প্রমত্ত নটরাজ! দিগন্তব্যাপী এলায়িত জটাজাল, ডমরু নিনাদে নৃত্যরঙ্গে মেতেছে, থিয়া তা থৈ—থিয়া তা থৈ!

মাধবাচার্য্য। তোমার দৃষ্টি বিভ্রম বৎস!

হেমচন্দ্র। না আচার্য্য, দৃষ্টি বিভ্রম নয়, আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

মাধবাচার্য্য। তা যদি দেখে থাক—তা হলে আজ বাংলার বুকে সত্যই মহাকালের কাল-নৃত্য সুরু হ'ল! আমি যাই—এই বেলা চলে যাই!

হেমচন্দ্র। সে কি আচার্য্য! এই দুর্য্যোগে আপনি কোথায় যাবেন?

মাধবাচার্য্য। দুর্য্যোগ ঘনিয়ে এসেছে বলেই তো আমার যাত্রার প্রয়োজন ঘটেছে বৎস! দিগন্তব্যাপী এই বিরাট অন্ধকার ভেদ

করে নব প্রভাতের সূচনা করতে হবে। প্রমত্ত মহাকালকে শান্ত সমাহিত শিবসুন্দর করে তুল্‌তে হবে। আমি যাত্রা কচ্ছি বৎস—

হেমচন্দ্র। প্রভু,—আমায় বুঝিয়ে বলুন—

মাধবাচার্য্য। শোন বৎস, বখ্‌তিয়ার খিলিজী শীঘ্রই বঙ্গদেশ আক্রমণ করবে। আমরা গৌড়েশ্বরের আশ্রয় পেয়েছি—এবার দেশের সর্ব্বত্র বিচরণ করে আমি জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করব। গৌড়ের করদ রাজগণ যাতে এই মহাসন্ধিক্ষণে একযোগে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হন—গৌড়বঙ্গকে মহা প্রলয়ের হাত হতে যাতে রক্ষা করেন—আমি তারই ব্যবস্থা করব হেমচন্দ্র।

হেমচন্দ্র। আচার্য্য!

মাধবাচার্য্য। তুমি খুব সতর্কতার সঙ্গে গৌড়ে অবস্থান কর। আমি শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করে তোমার সঙ্গে সম্মিলিত হব।

হেমচন্দ্র। যথা আজ্ঞা আচার্য্য। (প্রণাম)

মাধবাচার্য্য। আমার বহু বর্ষের শিক্ষা তোমায় কর্ম্মক্ষেত্রে সুপরিচালিত করুক। আমার আশীর্ব্বাদ তোমায় বিজয় বর্ম্মের মত ঘিরে রাখুক। আসি বৎস।

(প্রস্থান)

নেপথ্যে দিগ্বিজয়। আরে ঠাকুর—কি আবোল তাবোল বকছ! এ বাড়ী আজই ছাড়তে হবে একথা তোমায় কে বললে?

হেমচন্দ্র। দিগ্বিজয়—

(দিগ্বিজয়ের প্রবেশ)

কি হয়েছে দিগ্বিজয়?

দিগ্বিজয়। হবে আবার কি? গৌড়ের রাজা আমাদের এই উপবনে

থাকতে দিয়েছেন শুনে ওই নীচের কোণের ঘরটায় যে বুড়ো ঠাকুর আর ঠাকরুণ থাকেন—তাঁরা তল্পী গুটোচ্ছেন।

হেমচন্দ্র। সে কি! শুনলুম ওঁরা এক সময় বেশ অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। ভাগ্য বিপর্য্যয়ে দরিদ্র হয়ে পড়েছেন। তা ওঁরা নীচের একটা ঘর অধিকার করে থাকলে তাতে তো আমাদের কিছুমাত্র অসুবিধে নেই।

দিগ্বিজয়। সে কথা শুন্‌ছে কে? বামুন এখনি রওনা হবে।

হেমচন্দ্র। তুমি যেতে নিষেধ করেছিলে?

দিগ্বিজয়। উনি আমার কথা কানে তুল্‌লে তো! (নেপথ্যে জনার্দ্দন। ও গিন্নি! গুছিয়ে নেও।) ঐ যে এই দিকেই আসছেন। আপনিই একবার বলে দেখুন না!

(দিগ্বিজয়ের প্রস্থান)

হেমচন্দ্র। শুনেছি বৃদ্ধের কুটীর প্রবল ঝড়ে চুরমার হয়ে গেছে। রাজপুরুষের অনুমতি নিয়ে এই উপবনে আশ্রয় নিয়েছেন। এখন গৌড়েশ্বর এই উপবনে আমার বাসস্থান নির্দ্দেশ করেছেন; তাই হয়ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রাণে আঘাত লেগেছে। অভিমান-ভরে তাই ব্রাহ্মণ উপবন ত্যাগ করে যেতে কৃতসঙ্কল্প!

(জনার্দ্দনের প্রবেশ)

জনার্দ্দন তোমাদের দিয়ে যদি কোন কাজ—কে—কে ওখানে দাঁড়িয়ে?

হেমচন্দ্র। দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন ব্রাহ্মণ।

জনার্দ্দন। তুমি কে?

হেমচন্দ্র। আমি আপনার ভৃত্য।

জনার্দ্দন। কি বল্‌লে—তোমার নাম রামকৃষ্ণ?

হেমচন্দ্র। রামকৃষ্ণ নয়। আমার নাম হেমচন্দ্র। আমি ব্রাহ্মণের দাস।

জনার্দ্দন। ভাল, ভাল। প্রথমটা ভাল শুনতে পাইনি—তোমার নাম হনুমান দাস!

হেমচন্দ্র। নামের কথা ছেড়ে দিন। শুনলুম আমি এসেছি বলে আপনি নাকি এই উপবন ত্যাগ করে যাচ্ছেন?

জনার্দ্দন। না, এখনো গঙ্গাস্নানে যাইনি। এই স্নানের উদ্যোগ কচ্ছি।

হেমচন্দ্র। স্নান যখন ইচ্ছা করবেন। এখন আমার অনুরোধ—আপনি এ গৃহ ত্যাগ করবেন না।

জনার্দ্দন। গৃহে আহার করব না? কেন? তোমার বাটীতে কি? আদ্যশ্রাদ্ধ!

হেমচন্দ্র। বেশত, আহার না হয় আমার ওখানেই করবেন। এখন এ বাড়ীতে যে ভাবে অবস্থান কচ্ছিলেন—সেই ভাবেই করুন।

জনার্দ্দন। ভাল, ভাল। ব্রাহ্মণ ভোজন করালে দক্ষিণা তো আছেই। তা আমায় বলতে হবে না। তা তোমার বাড়ীটা কোথায়?

হেমচন্দ্র। নাঃ বৃথা চেষ্টা।

জনার্দ্দন। না, না কষ্ট আবার কি? তুমি কিছু ভেবোনা বাবা,—গঙ্গাস্নান করে আমি এখুনি তোমার সঙ্গে পায়ে হেঁটে চলে যাবো। ব্রাহ্মণ ভোজনের আমন্ত্রণ তা কি উপেক্ষা করতে পারি?

(প্রস্থান)

হেমচন্দ্র। তাই তো! এখন কি করা যায়। কেমন করে এই ব্রাহ্মণকে—

(মনোরমার প্রবেশ)

মনোরমা। শোনো—

হেমচন্দ্র। কে ?

মনোরমা। আমি মনোরমা।

হেমচন্দ্র। মনোরমা,—

মনোরমা। আমার পিতামহকে তুমি কি বলছিলে ?

হেমচন্দ্র। ওঃ উনি তোমার পিতামহ ?

মনোরমা। তোমার কথা উনি কানে শুনতে পান নি। কি বল্‌ছিলে ওঁকে ?

হেমচন্দ্র। উনি এ বাড়ী ত্যাগ করে যেতে চাইছেন। তাই নিষেধ কর্চ্ছিলুম।

মনোরমা। কিন্তু এখানে এক রাজপুত্র এসেছেন! তিনি আমাদের থাকতে দেবেন কেন ?

হেমচন্দ্র। সে রাজপুত্র তোমার সামনে মনোরমা!

মনোরমা। তুমি!

হেমচন্দ্র। হাঁ, আমিই। তোমাদের অনুরোধ কর্চ্ছি—তোমরা এখানে থাক।

মনোরমা। থাকব! কিন্তু কেন ?

হেমচন্দ্র। কেন! আচ্ছা মনে কর, যদি তোমার ভাই এসে এ বাড়ীতে থাকত, সে কি তোমাদের তাড়িয়ে দিতে পারতো ?

মনোরমা। তুমি কি তবে আমার ভাই ?

হেমচন্দ্র। হ্যাঁ মনোরমা, আজ হতে হেমচন্দ্র তোমার ভাই।

মনোরমা। বেশ, তাই হবে। কিন্তু তুমি আমায় তিরস্কার করবে না তো ?

হেমচন্দ্র। কেন তিরস্কার করব?

মনোরমা। যদি আমি কখনো দোষ করি!

হেমচন্দ্র। দোষ দেখলে কে না তিরস্কার করে? কিন্তু আমার মনে হচ্ছে—আমার এই বোনটি কোনদিন আমার কাছে কোন দোষ করবে না, সুতরাং আমায় তিরস্কারও করতে হবে না।

মনোরমা। তুমি দাঁড়াও। আমি পিতামহকে তা হলে বলে আসছি যে আমরা এই বাড়ীতেই থাকব।

হেমচন্দ্র। কিন্তু তাঁকে কথা শোনাবে কি করে?

মনোরমা। তিনি আমার কথা শুনতে পান, আর কারুর কথা নয়।

(প্রস্থান)

হেমচন্দ্র। অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী এই বালিকা! জীবনে এমন অদ্ভুত বালিকা আর কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এ যেন একখানি কুসুম নির্ম্মিতা সজীব দেবী প্রতিমা!

(জনার্দ্দনের প্রবেশ)

জনার্দ্দন। হাঃ হাঃ হাঃ। বড় আনন্দিত হলুম দাদা,- বড় আনন্দিত হলুম। ভগবান তোমায় দীর্ঘজীবি করুন। ও মনোরমা,—ও দিদি, ব্রাহ্মণীকে বল রাজপুত্র আমাদের নাতি হন, নাতিকে তিনি আশীর্ব্বাদ করে যান। ব্রাহ্মণী— ও ব্রাহ্মণী—(হেমচন্দ্রকে) আর ডাকাডাকি করে কি করব দাদা, নিজেই চলো·· ব্রাহ্মণীর ঐ একটা মস্ত দোষ; কানে বড় কম শোনেন।

(হেমচন্দ্রকে লইয়া প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

গঙ্গাতীরের বনপথ

[রাত্রিকাল। নেপথ্যে মৃদু যন্ত্রসঙ্গীত চলিতেছিল। নৌকা হইতে গিরিজায়া ও মৃণালিনী তীরে নামিল।]

মৃণালিনী। সই গিরিজায়া—

গিরিজায়া। বল সই—

মৃণালিনী। এই তো নবদ্বীপে এলুম। এখন কোথায় যাব?

গিরিজায়া। চল, ওই সামনে একটা বড বাড়ী দেখছি। ওখানে যদি আশ্রয় পাই।

মৃণালিনী। না, বড় মানুষের আশ্রয়ে যাব না।

গিরিজায়া। তবে চল—আবার লক্ষ্মণাবতীতে সেই হৃষীকেশ ঠাকুরের বাড়ীতেই ফিরে যাই।

মৃণালিনী। তার চেয়ে ঐ গঙ্গার জলে ডুবে মরব।

গিরিজায়া। তবে কি করবে? মথুরায় যাবে?

মৃণালিনী। সে তো বলেছি। পিতৃগৃহে আর আমার স্থান নেই। নিশীথ রাত্রে একাকিনী সে গৃহ ত্যাগ করেছি। কি করে সেখানে আর মুখ দেখাব গিরিজায়া?

গিরিজায়া। তবে চল—এই নদীয়াতেই কোন এক দরিদ্রের কুটীরে আশ্রয় নিই গে।

মৃণালিনী। হাঁ তাই চল! কিন্তু ভাই নদীয়া এসেও হেমচন্দ্রের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে না।

গিরিজায়া। কেন? তিনি কি এখানে নেই!

মৃণালিনী। হাঁ এখানেই আছেন। কিন্তু শুনেছি—তিনি গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কর্ত্তব্য পালনের আগে আমার সঙ্গে মিলিত হবেন না। এক বৎসর আমার সঙ্গে অসাক্ষাৎ তাঁর ব্রত। দেখা করে আমি তো তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারব না!

গিরিজায়া। তবে হেমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করবে না?

মৃণালিনী। না।

গিরিজায়া। তা হলে এই দূর নবদ্বীপে এলে কোন সুখের আশায়?

মৃণালিনী। সুখ! সুখ আছে বই কি গিরিজায়া। তিনি আমায় না দেখুন, কিন্তু নবদ্বীপে থাকলে একদিন না একদিন অলক্ষ্য হতেও আমি তো তাঁকে দেখতে পাবো! গিরিজায়া,—এই আমার সবচেয়ে বড় সুখ।

গিরিজায়া। সই—তুমি সত্যিই ধন্য, তোমার এ ভালবাসা কিছুতে ব্যর্থ হবে না। এবার চল সই, রাত হয়ে গেল, আমরা আশ্রয় স্থান খুঁজে নিই গে—এসো—

(উভয়ের প্রস্থান)

(একটু পরে গাইতে গাইতে মনোরমার প্রবেশ)

(মনোরমার গান)

আমারে ভুলো না তুমি   হে শ্যামল বনভূমি,
আমি তব নিরজন পথ-সাথী ;
তব মর্ম্মর গানে   ঝর্ণার কলতানে
আনন্দ রসাবেশে মাতি।
ভবন-শিখীরে নাচাবো পুলকে
কঙ্কণ কণ কণে,

আমার মনের রাগিনী বাজিবে

তব বন-বেণুস্বনে।

তব ছায়াপথে মোর মনোরথে

জেগে রব ফাল্গুন রাতি॥

(গানের স্বর লক্ষ্য করিয়া যোদ্ধবেশে হেমচন্দ্রের প্রবেশ)

হেমচন্দ্র। একি ! মনোরমা ! এই গভীর রাত্রে তুমি একা এই নির্জ্জন বন পথে কেন !

মনোরমা। হেমচন্দ্র ! তোমার কাঁকালে তরবারি, মাথায় মুকুট, এই রাত্রিকালে তুমি এ বেশে কেন ?

হেমচন্দ্র। আমার কথা পরে শুনবে; আগে বল—তুমি এখানে কি কর্চ্ছিলে ?

মনোরমা। স্নান কর্চ্ছিলুম, স্নান করে বাতাসে চুল শুকোচ্ছিলুম এই দেখ, চুল এখনও ভিজে রয়েছে !

হেমচন্দ্র। এত রাত্রে স্নান কেন ?

মনোরমা। আমার গা জ্বালা করে।

হেমচন্দ্র। তা বলে এই গভীর রাত্রে নির্জ্জন বন পথে—তোমার ভয় করে না এখানে আসতে ?

মনোরমা। না, কিসের ভয় ! আমি তো প্রায়ই এমনি আসি।

হেমচন্দ্র। প্রায়ই আস ?

মনোরমা। হ্যাঁ—

হেমচন্দ্র। আশ্চর্য্য !

মনোরমা। কি ?

হেমচন্দ্র। না। কিছু নয় ! ভাল কথা, এই পথে কাউকে যেতে দেখেছ ?

মনোরমা। হ্যাঁ, একজন তুর্কী সৈন্য—

হেমচন্দ্র। তুর্কী সৈন্য! তুমি তাকে কি করে তুর্কী সৈন্য বলে চিন্‌লে?

মনোরমা। আমি পূর্ব্বে আরও তুর্কী দেখেছি।

হেমচন্দ্র। সে কি! কোথায় দেখ্‌লে!

মনোরমা। যেখানেই দেখি না কেন! তুমি সেই তুর্কীর অনুসরণ করবে?

হেমচন্দ্র। হাঁ, আমার গৃহের বাতায়ন পথে তাকে দেখেছি। তাই তারই সন্ধানে অস্ত্রসজ্জা করে বেরিয়েছি। মনোরমা, সে কোন পথে গেছে?

মনোরমা। ঐ সম্মুখে অট্টালিকা দেখছ!

হেমচন্দ্র। হাঁ—

মনোরমা। সে ঐখানে প্রবেশ করেছে!

হেমচন্দ্র। কেন?

মনোরমা। জানি না, তাকে ধরতে চাও?

হেমচন্দ্র। চাই—

মনোরমা। তবে এখানেই অপেক্ষা কর। তাকে এই পথ দিয়েই ফিরতে হবে।

হেমচন্দ্র। তুমি কোথায় যাবে?

মনোরমা। আমিও ওই বাড়ীটাতেই যাবো—

হেমচন্দ্র। কেন?

মনোরমা। এখন বলব না—

(প্রস্থান)

হেমচন্দ্র। একি অদ্ভুত রহস্য! তুর্কী সৈন্য ওই গৃহে প্রবেশ করেছে

এ জেনেও বালিকা ঐ গৃহেই নিঃশঙ্ক হৃদয়ে প্রবেশ কর্চ্ছে। আমি যে কিছুই বুঝতে পার্চ্ছিনা! এ রহস্যময়ী বালিকা কি মানবী না দেবী, না কোনো পিশাচসিদ্ধা যাদুকরী!

(শান্তশীলের প্রবেশ)

শান্তশীল। কে! ওখানে দাঁড়িয়ে কে?

হেমচন্দ্র। আমি যে হই না কেন—তাতে তোমার প্রয়োজন?

শান্তশীল। আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কি কর্চ্ছেন?

হেমচন্দ্র। আমি তুর্কীর অনুসন্ধান কর্চ্ছি।

শান্তশীল। সে কি! তুর্কী! কোথায়?

হেমচন্দ্র। ওই গৃহে প্রবেশ করেছে!

শান্তশীল। ওই গৃহে! কেন?

হেমচন্দ্র। সে আমি বলতে পারি না।

শান্তশীল। ও গৃহ কার আপনি জানেন?

হেমচন্দ্র। না, জানি না।

শান্তশীল। তবে কি করে জানলেন --ওখানে তুর্কী প্রবেশ করেছে।

হেমচন্দ্র। কি করে জানলুম—সে আমি বলব না।

শান্তশীল। শুনুন, ও গৃহ আমার। আমার অবর্ত্তমানে তস্করের ন্যায় তুর্কী আমার গৃহে প্রবেশ করেছে···হয়তো আমার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করতে গেছে। আপনি সশস্ত্র যোদ্ধা, হয়তো আপনার সাহায্যে আমি তাকে বন্দী করতে পারব। আসবেন—দয়া করে আসবেন আমার সঙ্গে!

হেমচন্দ্র। বেশ তাই চল।

তৃতীয় দৃশ্য

পশুপতির গৃহ

পশুপতি।

নর্ত্তকীরা নৃত্যগীত করিতেছিল।

গান

মোরা স্বপনে ভাসিয়া আসি
স্বপনে ভাসিয়া যাই।
মায়ার কাজল-রেখা
নয়নে বুলায়ে যাই॥
মোরা ধরার ধূলাতে আনি
নন্দন বনবাণী,
পারিজাত মালা নিয়ে করি খেলা
অলকার গান গাই॥
জীবন মোদের হালকা সুরের তরণী
দুকূলে শোভন মঞ্জু মধুর সরণী।
রামধনু হতে রঙ নিয়ে পথে
মোরা আলপনা এঁকে যাই॥

পশুপতি। তোমরা যাও, আজ আমি কোন গুরুতর কার্য্যে ব্যস্ত; আজ আর নৃত্যগীতের প্রয়োজন নেই।

(নর্ত্তকীদের প্রস্থান)

পশুপতি। নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ প্রায়। কিন্তু এখনো তো—

(দ্বারে সঙ্কেত শব্দ) কে ? (দেখিয়া) ওঃ আসুন—আসুন, আমি আপনার প্রতীক্ষা কর্চ্ছিলুম ।

(মহম্মদ আলির প্রবেশ)

মহম্মদ আলি । আমার আশঙ্কা হচ্ছে, নগর পথে কেউ আমায় দেখতে পেয়েছে !

পশুপতি । সে কি !

মহম্মদ আলি । আপনি ভয় পাবেন না, আমি এ অট্টালিকায় প্রবেশ করেছি তা কেউ দেখতে পায়নি । সে যা হোক—আমাদের আলোচনা দ্রুত সমাপ্ত করা উচিত বোধ হয় ।

পশুপতি । নিশ্চয় । বলুন আপনি, আপনাদের সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলিজীর কি অভিপ্রায় ?

মহম্মদ আলি । আপনি তো জানেন, সেনাপতির অভিপ্রায়—বিনা রক্তপাতে গৌড় বিজয় । বলুন, কি মূল্য পেলে আপনি এ রাজ্য তাঁর হাতে তুলে দেবেন ।

পশুপতি । আমি এ রাজ্য বখ্‌তিয়ার খিলিজীর হাতে তুলে দেব তার নিশ্চয়তা কি ? স্বদেশদ্রোহ মহাপাপ ! আমি সে কাজ কেন করব ?

মহম্মদ আলি । সম্মত না থাকেন—আমি চল্লুম । কিন্তু যাবার আগে জিজ্ঞাসা করি—তাহলে আমাদের শিবিরে গোপনে দূত পাঠিয়েছিলেন কেন ?

পশুপতি । আপনাদে যুদ্ধ সাধ কতখানি তাই জানবার জন্য ।

মহম্মদ আলি । তাহলে জেনে রাখুন—যুদ্ধেই আমাদের আনন্দ । আর কালক্ষেপ নয় । এবার বিদায় ।

পশুপতি । দাঁড়ান । এ সংবাদ হয়তো আপনারা জানেন যে রাজা

লক্ষ্মণ সেন নামে মাত্র গৌড়েশ্বর, গৌড়ের প্রকৃত অধিশ্বর আমি। এ রাজ্য যদি শত্রুর হাতে তুলে দিতে হয়—তার জন্য আমি উপযুক্ত মূল্য চাই।

মহম্মদ আলি। কি সে মূল্য?

পশুপতি। আপনারা কি দেবেন তাই বলুন।

মহম্মদ আলি। আপনার যা আছে তার সবই আপনার থাকবে; আপনার জীবন, ঐশ্বর্য্য, পদ কিছুই আমরা কেড়ে নেব না। আর যদি সাহায্য না করেন—তাহলে এর কোনটাই আপনার থাকবে না।

পশুপতি। আমি যদি আমার সর্ব্ব শক্তি নিয়ে আপনাদের সাহায্য করি—তাহলে আপনারা আমায় গৌড়ের সিংহাসন দান করতে প্রস্তুত আছেন?

মহম্মদ আলি। সিংহাসন আপনাকে দেব? তাতে আমাদের লাভ?

পশুপতি। আমি আপনাদের বাৎসরিক উপযুক্ত কর দান করব।

মহম্মদ আলি। উত্তম—আপনি আপনার অঙ্গীকার পালন করলে—বখ্‌তিয়ার খিলিজী আপনাকে গৌড়েশ্বররূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবেন! কিন্তু তার পূর্ব্বে বলুন তো, প্রতিশ্রুতি পালনের ক্ষমতা আপনার কতখানি?

পশুপতি। আমার অনুমতি ব্যতীত একটী পদাতিকও যুদ্ধ করবে না! গৌড়েশ্বরের সমস্ত রাজকোষ আমারই হস্তে; আমার বিনা অনুমতিতে এ যুদ্ধে কেউ এক কপর্দ্দকও ব্যয় করতে পারবে না। আপনারা যদি মাত্র পাঁচ জন অনুচর নিয়ে রাজপুরী প্রবেশ করেন—কারও সাধ্য নেই আপনাদের জিজ্ঞাসা করে—"তোমরা কারা!"

মহম্মদ আলি। আপনার কথায় অশেষ আনন্দ লাভ করলুম। হাঁ, শুনলুম আপনি নাকি আমাদের পরম শত্রু মগধের যুবরাজ হেমচন্দ্রকে গৌড়ে আশ্রয় দিয়েছেন ?

পশুপতি। আশ্রয় নয়, বরং তাকে কৌশলে ভুলিয়ে রেখেছি। নইলে সে আমায় শত্রু মনে করে অনেক অমঙ্গল সাধন করতে পারত। হয়তো সমস্ত দেশকে সে বিদ্রোহী করে তুল্‌তো। তাই তাকে বন্ধুত্বের ছলনায় ভুলিয়ে মুঠোর মধ্যে আটকে রেখেছি।

মহম্মদ আলি। মুঠোর মধ্যে যখন পেয়েছন, তখন তাকে অবিলম্বে বিনষ্ট করুন। আজই রাত্রে—

পশুপতি। আজই রাত্রে !

মহম্মদ আলি। কাল সর্পকে বিশ্বাস নেই। সুযোগ পেলেই বিষ ঢালতে পারে।

পশুপতি। উত্তম, তাই করব।

মহম্মদ আলি। আজ তাহলে আসি দোস্ত।

পশুপতি। কিন্তু স্মরণ রাখবেন—মাত্র সামান্য অনুচর নিয়ে আপনারা পুরী প্রবেশ করবেন।

মহম্মদ আলি। প্রতিজ্ঞা কর্ছি—তাই হবে।

(প্রস্থান)

পশুপতি। কে জানে এ কোন পথে চলেছি ! মা অষ্টভূজা, আমি স্বর্গাদপি গরীয়সী এ জন্মভূমিকে শত্রুর নিকট বিক্রয় করব না। শুধু কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করব। বখ্‌তিয়ারের সাহায্যে অক্ষম বৃদ্ধ রাজাকে অপসারিত করে, যাবজ্জীবন প্রজার সেবায় আত্মনিয়োগ করব। তাহলেও কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না !

নেপথ্যে শান্তশীল। প্রভু, আমি আসতে পারি ?

পশুপতি। কে ? শান্তশীল ! এসো।

(শান্তশীলের প্রবেশ)

তুর্কী সেনার অবস্থিতি স্থানে গিয়েছিলে ?

শান্তশীল। হ্যাঁ—

পশুপতি। তারা কোথায় ?

শান্তশীল। অতি নিবিড় দুর্ভেদ্য বনভূমিতে !

পশুপতি। কি করে গেলে সেখানে ?

শান্তশীল। তুর্কী সেনার ছদ্মবেশ ধরে।

পশুপতি। কত সৈন্য অনুমান হল ?

শান্তশীল। সমস্ত অরণ্যব্যাপী সেনা প্রবাহ ! মনে হল পঁচিশ হাজারের কম নয়।

পশুপতি। পঁচিশ হাজার ! তাইতো, এত বিপুল সেনা সমারোহ করে বখ্‌তিয়ার খিলিজী গৌড়ভূমিতে এসেছে ! হাঁ—তাদের কথাবার্ত্তা কি শুনলে ?

শান্তশীল। বিস্তর শুনেছি, কিন্তু কিছুই আপনাকে নিবেদন করতে পারলুম না।

পশুপতি। কেন ?

শান্তশীল। আমি তো তুর্কী ভাষায় পণ্ডিত নই।

পশুপতি। হুঁ—

শান্তশীল। একটা কথা—

পশুপতি। কি ?

শান্তশীল। মহম্মদ আলি এখানে এসেছিল, তাতে আমি বিপদের আশঙ্কা কর্চ্ছি। হয়তো কেউ তাকে দেখ্‌তে পেয়েছে।

পশুপতি। কি করে বুঝলে ?

শান্তশীল। আমি একজন সশস্ত্র যোদ্ধার মুখে শুনেছি—সে এই অট্টালিকায় কোন তুর্কীকে প্রবেশ করতে দেখেছে। সে যোদ্ধাটী কে—অন্ধকারে অবশ্য তার মুখ চিনতে পারিনি।

পশুপতি। তারপর ?

শান্তশীল। তাকে ছলনা করে এই প্রাসাদে প্রবেশ করিয়েছি। কৌশলে তাকে আপনার চিত্রগৃহে বন্দী করে রেখে এসেছি।

পশুপতি। আজ রাত্রি সে কারারুদ্ধই থাক; প্রভাতে তার সম্বন্ধে বিহিত করা যাবে। শোনো শান্তশীল, এখন তোমার অন্য কাজ রয়েছে।

শান্তশীল। আদেশ করুন।

পশুপতি। বখ্‌তিয়ার খিলিজীর অভিপ্রায়, আজ রাত্রেই হেমচন্দ্রকে বধ করতে হবে।

শান্তশীল। হেমচন্দ্রকে বধ! সে কাজ কি নিতান্ত সহজ হবে প্রভু।

পশুপতি। উপযুক্ত বিশ্বস্ত সৈন্য নাও। তার উপবন গৃহ আক্রমণ কর।

শান্তশীল। কিন্তু লোকে কি বলবে ?

পশুপতি। লোকে জানবে হেমচন্দ্র দস্যুর আক্রমণে নিহত হয়েছে। যাও।

(শান্তশীলের প্রস্থান)

শান্তশীল। আমিও যাই, অষ্টভুজার মন্দিরে গিয়ে—

(পশ্চাৎ হইতে মনোরমা আসিয়া দাঁড়াইল।)

মনোরমা। পশুপতি—

পশুপতি। একি! মনোরমা ? তুমি এতরাত্রে ? আজ তোমার

একি মূর্ত্তি! চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে!

মনোরমা। এতরাত্রি জেগে তুমি কি কর্চ্ছিলে পশুপতি?

পশুপতি। আমি—আমি রাজকার্য্য কর্চ্ছিলুম।

মনোরমা। রাজকার্য্য না নিজকার্য্য?—

পশুপতি। নিজকার্য্য?—

মনোরমা। আমায় প্রতারিত করতে চেয়োনা—আমি অলক্ষ্য হতে সব শুনেছি—।

পশুপতি। কি শুনেছ?

মনোরমা। তুর্কী সৈন্যের সঙ্গে তোমার মন্ত্রণা,—শান্তশীলের সঙ্গে মন্ত্রণা, সব—সব শুনেছি।

পশুপতি। যদি শুনে থাক ভালই করেছ। না শুন্‌লে আমি নিজেই তোমায় বলতুম।

মনোরমা। পশুপতি—

পশুপতি। বল মনোরমা?

মনোরমা। বোধ হয় তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বুঝি আজই শেষ হয়ে গেল!

পশুপতি। কেন—একথা কেন বলছ মনোরমা! আমিতো প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি তোমায় বিবাহ করব!

মনোরমা। সে আশা ত্যাগ কর—তুমি রাজ্য লাভ করলে আমি কখনও তোমার পত্নী হব না।

পশুপতি। কেন মনোরমা, আমাব অপরাধ?

মনোরমা। তুমি বিশ্বাসঘাতক—বিশ্বাসঘাতককে আমি কেমন করে ভক্তি করব—কেমন করে বিশ্বাসঘাতককে ভালবাসব?

পশুপতি। আমি কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি?

মনোরমা। প্রতিপালক প্রভুকে রাজ্যচ্যুত করবার সঙ্কল্প করেছ। শরণাগত রাজপুত্রকে হত্যা করবার আয়োজন করেছ—এর চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা আর কি হতে পারে পশুপতি? অন্নদাতা প্রভুর নিকট যে বিশ্বাস ভঙ্গ করল—জননী জন্মভূমির নিকট যে অবিশ্বাসী হল সে তার স্ত্রীর নিকট অবিশ্বাসী হবে—তাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমি চল্‌লুম পশুপতি।

পশুপতি। মনোরমা, দাঁড়াও!

মনোরমা। কি বল!

পশুপতি। আমায়—আমায় একটু ভাববার অবকাশ দাও। আমায় তিরস্কার করে, ত্যাগ করে চলে যেযো না। একটু ভাবতে দাও—একটুখানি ভাবতে দাও।

মনোরমা। বেশ, তাই হবে। ওই অষ্টভূজার আরতি আরম্ভ হল। তুমি যাও। অষ্টভূজার মন্দিরে গিয়ে অপেক্ষা কর! মা অষ্টভূজার সামনে আমি তোমার সব কথা শুন্‌ব।

পশুপতি। তাই যাচ্ছি—মনোরমা।

(প্রস্থান)

মনোরমা। এখন সর্ব্বপ্রথম কাজ হেমচন্দ্রের উদ্ধার! শান্তশীল তাকে পার্শ্বের চিত্রগৃহে বন্দী করে রেখেছে বল্‌লে না? চিত্রগৃহ… চিত্রগৃহ!

(মনোরমার প্রস্থান ও হেমচন্দ্রকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

হেমচন্দ্র। আমায় গৃহে প্রবেশ করিয়ে বাইরে থেকে দ্বার রুদ্ধ করেছিল কে?

মনোরমা। চৌরদ্ধারণিক-শান্তশীল!

হেমচন্দ্র। এই তার বাড়ী!

মনোরমা। না—

হেমচন্দ্র। তবে এ বাড়ী কার ?

মনোরমা। পরে বলব ! কিন্তু তুমি এখন পালাও—

হেমচন্দ্র। পালাব ? কিন্তু সেই তুর্কী ?

মনোরমা। সে শিবিরে ফিরে গেছে—

হেমচন্দ্র। তাদের শিবির কোথায় ?

মনোরমা। এই নগরের উত্তরে মহাবনে !

হেমচন্দ্র। কত তুর্কী এসেছে জান ?

মনোরমা। পঁচিশ হাজার ! কিন্তু সে সব কথা যাক্—আর এখানে বিলম্ব নয়—চলে যাও।

হেমচন্দ্র। কিন্তু তুমি ?

মনোরমা। আমার কথা ভেবোনা—আমি একা এসেছি--একাই যাব। হ্যাঁ, আর এক কথা—রাত্রে তুমি গৃহে যেয়োনা, তোমায় বধ করতে সেখানে দস্যু আসবে—

হেমচন্দ্র। সে কি ?—

(নেপথ্যে পশুপতি। মনোরমা)

মনোরমা। আর কথা নয়—পালাও—পালাও—

(হেমচন্দ্রের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

উপবন

দিগ্বিজয় ও জনার্দ্দন

দিগ্বিজয়। কালরাত্রে মনে হল বাড়ীতে একদল ডাকাত এসেছিল— টের পেয়েছেন কিছু ?

জনার্দ্দন। কি ?

দিগ্বিজয়। ডাকাত—ডাকাত !

জনার্দ্দন। কতো আর লাগবে ? তুমি আপনার লোক—তোমার কাছে বেশী তো চাইতে পারিনে। নগদ দুটী মুদ্রা দক্ষিণা দিও। তোমার বিয়ের পুরুতগিরি আমিই করব।

দিগ্বিজয়। হরি, হরি ! বিয়ে করব আবার কাকে ? আমি বলছি ডাকাতের কথা ! আমি তো ভয়ে মরি—ওদিকে সারারাত যুবরাজ হেমচন্দ্রের দেখা নেই। আপনি দেখেছেন যুবরাজ হেমচন্দ্রকে ?

জনার্দ্দন। কি বল্‌লে ? কন্যার নাম চন্দ্রমুখী ?

দিগ্বিজয়। চন্দ্রমুখী নয়—যুবরাজ হেমচন্দ্র !

জনার্দ্দন। বুঝেছি—বুঝেছি—তা ও চন্দ্রবদনী, চন্দ্রমুখী একই কথা। তবে হ্যাঁ, একটু দেখে শুনে নিও বাবা ! আমার গৃহিণীর নামও চন্দ্রমুখী কিনা ; চন্দ্রমুখী হলেই কানে একটু কম শোনে।

(প্রস্থান)

দিগ্বিজয়। হা অদৃষ্ট ! বুড়ো আবার আমার জন্যে চন্দ্রমুখী জোটাল কোথা হতে। মেয়েমানুষের মুখ মনে করতে হয়—হ্যাঁ সেই

বোষ্টমী গিরিজায়ার মুখ। আহা যেন রস বড়া,—কি কণ্ঠ যেন মিছরীর সরবৎ! বোষ্টমীর জন্য এত আশা করে বসে রইলুম তা ফিরেও তাকালে না! দূর ছাই। ওসব মায়াবিনীর চিন্তা আর করব না। কিন্তু ভাব্‌ছি, যুবরাজ গেলেন কোথায়? সমস্ত রাত গেল—সকাল গেল—এখন পর্য্যন্ত দেখা 'নাই। কোন বিপদ ঘটেনি তো? মা দুর্গা, রক্ষা কোরো মা—যুবরাজের যেন কোন বিপদ না হয়। (প্রস্থান)

(গিরিজায়া ও মৃণালিনীর প্রবেশ)

গিরিজায়া। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে এসো সই! ওই দেখ—

মৃণালিনী। তাই তো—তাঁর ভৃত্য দিগ্বিজয়ই তো বটে!

গিরিজায়া। আমি তোমায় বলেছি—কাল নগরে ভিক্ষা করতে বেরিয়ে এই উপবনের সামনে মুখপোড়াকে দেখেছি। ওর যখন দেখা পেয়েছি—তখন বুঝলুম তোমার হেমচন্দ্রও নিশ্চয়ই এই বাড়ীতে রয়েছেন। তাইতো, তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে এলুম।

মৃণালিনী। কিন্তু কই, তাঁকে তো দেখতে পেলুম না?

গিরিজায়া। এখানে দাঁড়িয়ে দেখবে কি? চল, ভেতরে যাবে!

মৃণালিনী। না, ভেতরে যাব না! আমি তো তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না। তিনি যে গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—বর্ষকাল আমার মুখ দেখবেন না।

গিরিজায়া। তবে কি করবে?

মৃণালিনী। যদি পারি—আড়াল হতে একটীবার—

গিরিজায়া। চুপ্! সই,—ওকি—

মৃণালিনী। কি?—

গিরিজায়া। ঐ দেখ—কে আসছে—

মৃণালিনী। এ কি হেমচন্দ্র!

গিরিজায়া। সঙ্গে ও রমণী কে?

মৃণালিনী। হেমচন্দ্রকে যেন ক্লান্ত, আহত বোধ হচ্ছে! কি হ'ল, কি হল গিরিজায়া!

গিরিজায়া। সরে এসো—ওরা এসে পড়েছে—আড়ালে সরে এসো।

(উভয়ের প্রস্থান)

(অপরদিক হইতে মনোরমা ও হেমচন্দ্রের প্রবেশ)

মনোরমা। হেমচন্দ্র! তুমি কি করে আহত হলে?

হেমচন্দ্র। কালরাত্রে তোমার সঙ্গত্যাগ করে তুর্কীর সেনা সন্নিবেশ দেখতে মহাবনের দিকে যাচ্ছিলুম। পথিমধ্যে তিনজন অশ্বারোহী আমায় পশ্চাত হতে আক্রমণ করে।

মনোরমা। তারপর?

হেমচন্দ্র। দুইজন আমার অব্যর্থ সন্ধানে ধরাশায়ী হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি আমায় আহত করে পলায়ন করেছে। অন্ধকারে ভাল চিনতে পারলুম না, তবু যেন মনে হল—

মনোরমা। কি?

হেমচন্দ্র। সেই আততায়ীর মূর্ত্তি অনেকটা কালরাত্রের সেই চৌরদ্ধারণিক শান্তশীলের মত।

মনোরমা। শান্তশীল?

হেমচন্দ্র। তুমি চম্‌কে উঠলে কেন?

মনোরমা। না, কিছু নয়। সারারাত কোথায় ছিলে?

হেমচন্দ্র। বনপার্শ্বে আমার প্রিয় অশ্ব আহত। তার সেবা করলুম—তাকে বাঁচাতে অনেক চেষ্টা করলুম—কিন্তু পারলুম না! মনোরমা,—আমার বহুকালের প্রিয়সঙ্গী আমায় আজ চিরতরে ত্যাগ করে গেল!

মনোরমা। সে জন্য দুঃখ করে কি করবে হেমচন্দ্র! এসো তুমি ক্লান্ত আমি তোমার শুশ্রূষা করব এস!

হেমচন্দ্র। তাই চলো মনোরমা,—আমি আজ দেহে মনে একান্ত অবসন্ন। আজ সত্যেই আমার শুশ্রূষার প্রয়োজন—সেবার প্রয়োজন।

(উভয়ের প্রস্থান)

(গিরিজায়া ও মৃণালিনীর পুনঃপ্রবেশ)

গিরিজায়া। শুন্‌লে সই,—শুশ্রূষা করবে মনোরমা?

মৃণালিনী। মনোরমার ভাগ্য ভাল। তাই যে সেবাব্রতের জন্য আমার সমস্ত হৃদয় আজ আকুল হয়ে কাঁদছে—অথচ যে সেবার অধিকার আজ আমার নেই—মনোরমা সে অধিকার পেয়েছে। ভগবান মনোরমাকে আয়ুষ্মতী করুন। গিরিজায়া, আমার আর এখানে থাকা উচিত নয়, —আমি কুটীরে ফিরে যাচ্ছি। তুমি এখানে থাক—হেমচন্দ্রের সমস্ত সংবাদ নিয়ে যাবে।

গিরিজায়া। তাতো যাবো,—কিন্তু ওই মনোরমাকে দেখে আমার যে বড় ভাল লাগছে না। ওই মনোরমা যদি হেমচন্দ্রকে বশ করে থাকে।

মৃণালিনী। দূর! তাও কি কথনো হয়? মনোরমা যেই হোক না কেন—তবু একথা নিশ্চয় জানি—হেমচন্দ্র আর কারুর নয়—হেমচন্দ্র এই মৃণালিনীর।

(প্রস্থান)

গিরিজায়া। হুঁ—সে তুমি যাই বল—আমি মুখ্যুসুখ্যু ভিখারী, আমার কিন্তু মনে হয় পাখী তোমার শিকলী কেটেছে। তার কারণ (আঙ্গুল গণিয়া) এক—মনোরমা মেয়েটী আশ্চর্য্য সুন্দরী। আগুনের কাছে ঘি কি গাঢ় থাকে? দুই—মনোরমা নিশ্চয় হেমচন্দ্রকে ভালবাসে—নই'লে অত যত্ন করে শুশ্রূষা করতে নিয়ে যাবে কেন?

তিন—এক গৃহে বাস। চার—রাত্রে একসঙ্গে বেড়ান। পাঁচ—গাঢ় স্বরে কথা বলা। উঁহু, গতিক ভাল নয়। দেখাই যাক্! কে আছ, ভিক্ষা দাওগো—

গান

"কাঁহে সই জীয়ত মরত কী বিধান?
ব্রজকি কিশোর সই কাঁহা গেল ভাগই
ব্রজজন টুটায়ল পরাণ।"

কে গো, কে আছ, ভিক্ষা দাও গো—

(দিগ্বিজয়ের প্রবেশ)

দিগ্বিজয়। কেরে বোষ্টুমী! এ কি, গিরিজায়া, তুমি?

গিরিজায়া। কে রে তুই মিন্সে?

দিগ্বিজয়। সে কি, আমায় চিন্‌লে না? আমি যে তোমার দিগ্বিজয়!

গিরিজায়া। দিগ্বিজয় আবার কেরে মিন্‌সে?

দিগ্বজয়। সে কি—আমায় ভুলে গেলে বোষ্টুমী?

গিরিজায়া। হুঁ—ভুলে গেলুম—তোর সঙ্গে আমার কোন পুরুষের আলাপ যে ভুলে যাব?

দিগ্বিজয় সে কি কথা গো, ও হরি—তুমি যে রাতকে দিন করতে পার বোষ্টুমী!

গিরিজায়া। ঝাঁটা এনে দে—দেখবি আবার ঝেঁটিয়ে দিনকে রাত করে দেব।

দিগ্বিজয়। ও বাবা, পালাই এবার—

গিরিজায়া। সে কি পালাচ্ছ কেন? লক্ষ্মীটী, ঝাঁটার কথা আর বলব না—শোনো-মাথা খাও।

দিগ্বিজয়। চুপ—ঐ দেখ রাজপুত্তুর দোতালার বারাণ্ডায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমি যাই, আমার বড় লজ্জা করে।

(প্রস্থান।

গিরিজায়া। হুঁ—হেমচন্দ্র আমায় দেখ্‌তে পেয়েছে। আসুক, আমাদের যেরকম ভোগান্তি করেছে—আমিও হেমচন্দ্রকে সহজে ছাড়্‌ব না। ওকেও মিছে কথা বলে ভোগাব।

গান

মিলিগেই নাগরী ভুলিগেই মাধব
রূপবিহীন গোপ কুঙারী
কে জানে পিয় সই রসময় প্রেমিক
হেন বধূ রূপতি ভিখারী
আগে নাহি বুঝনু রূপ দেখি ভুলনু
হৃদী বেণু চরণ যুগল।
যমুনা সলিলে সত অব তনু ডারব
আন সখি ভখিব গরল।

(হেমচন্দ্রের প্রবেশ)

হেমচন্দ্র। গিরিজায়া, তুমি এখানে কেন? কবে এদেশে এসেছ?

গিরিজায়া। অনেকদিন এসেছি—

"কীবা কানন বল্লরী গল বেরী বাঁধই
নবীন তমালে দিব ফাঁস।"

হেমচন্দ্র। মৃণালিনীর সংবাদ কি, সে কেমন আছে?

গিরিজায়া।

নহি—শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম
শ্যাম নাম জপয়ি
ছার তনু করব বিনাশ।"

হেমচন্দ্র। আঃ তোমার গান রাখ, আমার কথার উত্তর দাও। মৃণালিনী কেমন আছে?

গিরিজায়া। তা আমি কি করে জানব সে কেমন আছে।

হেমচন্দ্র। কেন, আসবার সময় তার সঙ্গে দেখা করে আসনি?

গিরিজায়া। দেখা করব কি! তিনি কি গৌড় নগরে আছেন নাকি?

হেমচন্দ্র। নেই? কোথায় তবে মৃণালিনী!

গিরিজায়া। মৃণালিনী মথুরায় গেছে!

হেমচন্দ্র। মথুরায়! কেন?

গিরিজায়া। মৃণালিনীর বাবা কি করে যেন তাঁর সন্ধান পেয়েছেন, মৃণালিনীর বিবাহ উপস্থিত। তাকে বিবাহ দিতে মথুরায় নিয়ে গেছেন।

হেমচন্দ্র। কি! কি বল্‌লে? কি জন্য নিয়ে গেছেন!

গিরিজায়া। মৃণালিনীর বিবাহ দিতে।

হেমচন্দ্র। হুঁ—

গিরিজায়া। আর একখানা গান গাইব কি?

হেমচন্দ্র। না, গানের প্রয়োজন নেই—তুমি যাও। যে শুভ সংবাদ বহন করে এনেছ তুমি, এর চেয়ে মধুর সঙ্গীত আমার জীবনে আর কিছু নেই।

(প্রস্থান)

গিরিজায়া। শুভ সংবাদ! মৃণালিনীর বিয়ে হচ্ছে বল্লুম—তাও বলছে শুভ সংবাদ! হুঁ—তবে নাকি আমি কিছু জানি না! পাখী তো শিকলী কেটেছে! ওই মনোরমাই তা হলে—

(দিগ্বিজয়ের প্রবেশ)

দিগ্বিজয়। ও বোষ্টুমী—পালাও পালাও।

গিরিজায়া। কেন ?

দিগ্বিজয়। ঐ দেখ, ব্রহ্মচারী ঠাকুর হঠাৎ এসে উদয় হয়েছেন। মেয়ে ছেলে দেখ্‌লে আর রক্ষে থাকবে না। পালাও—

গিরিজায়া। তাই তো—মাধবাচার্য্যই তো বটে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(মাধবাচার্য্যসহ হেমচন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ)

মাধবাচার্য্য। আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। দেশের অধিকাংশ রাজা লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে যোগ দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

হেমচন্দ্র। কিন্তু এ কি করে সম্ভব। না-না তা হতে পারে না— হতে পারে না।

মাধবাচার্য্য। কি হতে পারে না ?

হেমচন্দ্র। গুরুদেব—

মাধবাচার্য্য—এ কি হেমচন্দ্র। তোমার চক্ষু রক্তবর্ণ, ললাটে ধমনী স্ফীত। কি হয়েছে হেমচন্দ্র ?

হেমচন্দ্র। না—কিছু না—। কি বলছিলেন গুরুদেব ?

মাধবাচার্য্য। দেশের সমস্ত রাজা তুর্কীদের বিরুদ্ধে লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন।

হেমচন্দ্র। কিন্তু সে সুযোগ বোধ হয় আর আসবে না। পঁচিশ হাজার তুর্কী সৈন্য নবদ্বীপে এসেছে। হয় তো আজ কালের মধ্যেই নগর আক্রমণ করবে।

মাধবাচার্য্য। সে কি ! গৌড়েশ্বর এ সংবাদ জানেন ?

হেমচন্দ্র। না, বলবার অবকাশ পাইনি। আমি পথি মধ্যে আহত হয়েছিলুম।

মাধবাচার্য্য। তুমি বিশ্রাম কর—আমি রাজাকে এ সংবাদ জানিয়ে আসছি।

হেমচন্দ্র। গুরুদেব—

মাধবাচার্য্য। কি হেমচন্দ্র ?

হেমচন্দ্র। আপনি লক্ষ্মণাবতী গিয়েছিলেন ?

মাধবাচার্য্য। গিয়েছিলুম। মৃণালিনীর সংবাদ জানতে চাও বোধ হয় ? সে সেখানে নেই।

হেমচন্দ্র। কোথায় গিয়েছে ?

মাধবাচার্য্য। জানি না—

হেমচন্দ্র। কেন গিয়েছে জানেন।

মাধবাচার্য্য। বৎস স্থির হও। সে সব যুদ্ধান্তে তোমায় বলব।

হেমচন্দ্র। মৃণালিনীর কোন সংবাদে আমি মর্ম্মাহত হব সে আশঙ্কা করবেন না গুরুদেব। আমি তার বিষয় খানিকটা শুনেছি। আপনি যা জানেন নিঃসঙ্কোচে আমায় বলুন।

মাধবাচার্য্য। কিন্তু সে যে বড় মর্ম্মান্তিক কাহিনী।

হেমচন্দ্র। বলেছি তো, কোন দুঃসংবাদেই আজ আর আমায় বিচলিত করতে পারবে না।

মাধবাচার্য্য। হৃষীকেশের গৃহত্যাগ করে—মৃণালিনী রাত্রিকালে অভিসারে গমন করেছিল। হৃষীকেশের পুত্র ব্যোমকেশ মৃণালিনীকে গৃহের বাইরে ধরে ফেলে। মৃণালিনী তাকে আহত করে পালিয়ে যায়।

হেমচন্দ্র। সে কি ! না—না—অসম্ভব—অসম্ভব !

মাধবাচার্য্য। হৃষিকেশ নিজ মুখে আমায় এ কথা বলেছে হেমচন্দ্র।

হেমচন্দ্র। হৃষীকেশ বলেছে !

মাধবাচার্য্য। অধৈর্য্য হয়োনা বৎস, আমি রাজদরবারে চল্‌লুম। শীঘ্রই ফিরে আসব।

(প্রস্থান)

হেমচন্দ্র। হৃষীকেশ বলেছে—মৃণালিনী দুশ্চারিনী! মৃণালিনী রাত্রে অভিসারে গিয়েছিল! না, না, এ আমি কেমন করে বিশ্বাস করি! ভগবান, আমায় শক্তি দাও—মৃণালিনীর স্মৃতি ভুলে যাবার শক্তি দাও প্রভু।

(গিরিজাযার পুনঃ প্রবেশ)

গিরিজায়া। রাজপুত্র—

হেমচন্দ্র। কে! তুমি! আবার কেন এসেছ?

গিরিজায়া। আমি অন্যায় করেছি—আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলেছি।

হেমচন্দ্র। হাঁ—আমি জানি যে তুমি আমায় প্রতাবিত করেছ! মৃণালিনী মথুরায় যায় নি!

গিরিজায়া। না, সে নবদ্বীপে এসেছে! আপনাকে পত্র প্রেরণ করেছে।

হেমচন্দ্র। পত্র! পত্র পাঠিয়েছে! (পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলেন)

গিরিজায়া। ছিঁড়ে ফেল্‌লেন!

হেমচন্দ্র। হাঁ—কুলটার পত্রের ওই উত্তর।

গিরিজায়া। কুলটা!

হেমচন্দ্র। কোন কথা নয়—এখান থেকে এই মুহূর্ত্তে চলে যাও। নইলে স্ত্রীলোক বলে ক্ষমা করব না। বেত্রাঘাত করে দূর করব।

গিরিজায়া। বেত মারবে? বীরপুরুষ বটে! এই রকম বীরত্ব দেখাতে বুঝি নদীয়ায় এসেছ? কিছু প্রয়োজন ছিল না তার।

এ বীরত্ব মগধে বসেও দেখাতে পারতে। মগধে বসেই তুর্কীদের জুতো বইতে আর গরীব দুঃখীর মেয়েকে বেত মারতে।

(মৃণালিনীর প্রবেশ)

মৃণালিনী। গিরিজায়া—গিরিজায়া—

হেমচন্দ্র। একি! তুমি!

গিরিজায়া। আড়ালে দাঁড়িয়ে তোমার বীরপুরুষের বীরত্ব দেখবার সবুর সইল না, আবার সামনে এসেছ! চলে এসো—চলে এসো মৃণালিনী।

মৃণালিনী। না—না, এ তীর্থ ছেড়ে আমি কোথায় যাব? হেমচন্দ্র—

হেমচন্দ্র। মৃণালিনী—মৃণাল—না—

(হাত ধরিতে গিয়া সরিয়া গেল)

মৃণালিনী। এ কি!

হেমচন্দ্র। মৃণালিনী, আমার সমস্ত জীবন, সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর কচ্ছে—শুধু তোমার দুটী কথার ওপরে!

মৃণালিনী। কি বল—

হেমচন্দ্র। তুমি—তুমি হৃষীকেশের গৃহ ত্যাগ করলে কেন?

মৃণালিনী। কি করব, সেখানে আমি মুখ দেখাতে পার্ত্তুম না!

হেমচন্দ্র। মুখ দেখাতে পারতে না! কেন?

মৃণালিনী। তারা আমায় কুলটা বলে তাড়িয়ে দিয়েছে।

হেমচন্দ্র। আঃ—ভগবান—

মৃণালিনী। তুমি রাগ কোরোনা—আমি সব কথা বলব তোমায়—তোমার পায়ে পড়ি।

হেমচন্দ্র। পা ছাড়—

মৃণালিনী। না কখনো না; এ তীর্থ আমি কিছুতেই ছাড়ব না—কিছুতেই না—

হেমচন্দ্র। আঃ, দূর হও—দূর হও—

(পা ছাড়াইয়া প্রস্থান)

(মৃণালিনী পড়িয়া গেল। কপাল কাটিয়া গেল।)

গিরিজায়া। সই—সই, একি! কপাল কেটে রক্ত ঝরছে যে! আকাশের দেবতা কি এখনো ঘুমিয়ে থাকবে! সতী নারীর লাঞ্ছনা—

মৃণালিনী। না—না, লাঞ্ছনা নয় গিরিজায়া! দেহে মনে হেমচন্দ্র আমার স্বামী। স্বামীর পদাঘাতে সতীর কপালে রক্ত ঝরে না গিরিজায়া—আমার ললাট জুড়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল—রক্তিম সিন্দূর বিন্দু—দাক্ষায়ণীর ললাটের সিন্দুর বিন্দু।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পশুপতির গৃহ

পশুপতি ও শান্তশীল।

পশুপতি। হেমচন্দ্রকে আক্রমণ করে নেহাৎ মুর্খের ন্যায় কাজ করেছ শান্তশীল! তাকে বধ করতে পারনি, শুধু অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছ।

শান্তশীল। যা অসম্ভব তা পারিনি। অন্যকার্য্যে আমার দক্ষতার পরিচয় গ্রহণ করুন।

পশুপতি। সৈন্যদের কি উপদেশ দিয়েছ?

শান্তশীল। আদেশ করেছি—তারা যেন কেউ আমাদের আজ্ঞা ব্যতীত অস্ত্র ধারণ না করে।

পশুপতি। প্রান্তপাল ও কোষ্ঠপালদিগকে কি উপদেশ দিয়েছ?

শান্তশীল। তাদের বলেছি, শীঘ্রই বখতিয়ার খিলিজীর নিকট হতে রাজকর সহ কয়েকজন দূত আগমন করবে। কেউ যেন তাদের গতিরোধ না করে।

পশুপতি। আর সভাপণ্ডিত দামোদর শর্ম্মার সংবাদ?

শান্তশীল। দামোদর শর্ম্মা অত্যন্ত চতুরের ন্যায় কার্য্য সম্পন্ন করেছেন।

পশুপতি। কি করেছেন তিনি?

শান্তশীল। তিনি একখানি পুরাতন শাস্ত্রগ্রন্থের একখানি পাতা পরিবর্ত্তন করে—তাতে স্বরচিত আর একখানি পাতা বসিয়ে দিয়েছেন এবং আজ অপরাহ্নে রাজা লক্ষ্মণ সেনকে সেই স্বরচিত শ্লোকগুলি শাস্ত্র বাক্য বলে পড়ে শুনিয়েছেন।

পশুপতি। তাতে গৌড় বিজেতার যেরূপ বর্ণনা রয়েছে তা যে সত্য, রাজা সে বিষয়ে কোন অনুসন্ধান করেছেন ?

শান্তশীল। হাঁ, বখ্‌তিয়ার খিলিজীর যে মূর্ত্তি আপনি সভা-পণ্ডিতকে বর্ণনা করেছিলেন, সভাপণ্ডিত তাঁর রচিত শ্লোকে গৌড় বিজেতার ঠিক সেই মূর্ত্তিই বর্ণনা করেছেন। মদন সেন সম্প্রতি মগধ ভ্রমণ করে ফিরেছেন। তিনি বখতিয়ার খিলিজীকে স্বচক্ষে দেখেছেন। রাজা তাই মদন সেনের মুখেও যখন শুনলেন যে শাস্ত্রে বর্ণিত গৌড়-বিজেতা ও বখ্‌তিয়ার খিলিজীর মূর্ত্তিতে কোন পার্থক্য নেই—তখন বখ্‌তিয়ার খিলিজীই যে গৌড় রাজ্য জয় করবেন সে বিষয়ে রাজার মনে আর কোন সন্দেহই রইল না।

পশুপতি। চমৎকার! তারপর ?

শান্তশীল। বৃদ্ধ রাজা তো ভয়ে কাঁপতে লাগলেন! জিজ্ঞাসা করলেন— "আমি এখন কি করব ?" সভাপণ্ডিত দামোদরও আপনার শিক্ষামত রাজাকে বললেন—ধর্ম্মাধিকার পশুপতির ওপর রাজ্য ভার দিয়ে আপনি অবিলম্বে তীর্থযাত্রা করুন। শাস্ত্র বাক্য যদি মিথ্যা হয় আবার ফিরে আসবেন—নিজ রাজ্য গ্রহণ করবেন! রাজা তাই করতে সম্মত হয়েছেন। তিনি সপরিবারে তীর্থযাত্রার জন্য নৌকা সজ্জার আদেশ দিয়েছেন।

পশুপতি। যাক্—তোমরা অনেক কাজ এগিয়ে রেখেছ দেখছি। কার্য্য-সিদ্ধ হলে তোমাদের পুরস্কৃত করতে বিস্মৃত হব না শান্তশীল। এবার যাও—এই গুপ্ত পথ দিয়ে চলে যাও। কাল প্রাতেই রাজার তীর্থযাত্রার জন্য নৌকা প্রস্তুত রেখো।

(শান্তশীলের প্রস্থান)

(নেপথ্যে মনোরমার গান শোনা গেল।)

পশুপতি। একি? মনোরমার কণ্ঠস্বর নয়! হাঁ, মনোরমাই তো—

(গাহিতে গাহিতে মনোরমার প্রবেশ)

গান

আঁধার ঘনায়ে আসে
    ডুবে যায় রবি শশী।
প্রলয় সিন্ধুতীরে
    একা একা কে গো বসি।
মনে হয় চিনি তোমা
    হে বিধুরা ছায়ামতী,
তব শোকে কাঁদে ওকি
    স্রধুমতী ভাগীরথি
সিন্দূর মুছে দিগ্বধূ কাঁদে
    কাঁদিছে নিশা তামসী।

পশুপতি। মনোরমা, আজ তোমার কণ্ঠে একি গান, একি মূর্ত্তি তোমার!

মনোরমা। পশুপতি, আজ তুর্কীরা আসছে, তাই নয়?

পশুপতি। তোমায় লুকিয়ে লাভ নেই; তুমি—তুমি সব সংবাদই জান।

মনোরমা। হাঁ, জানি। এবং তুমি যে সংবাদ জান না, আজ আমি সেই সংবাদ তোমায় জানাতে এসেছি।

পশুপতি। আমি জানি না—কি সংবাদ?

মনোরমা। কেন? তোমার নিজের সংবাদ?

পশুপতি। আমার নিজের সংবাদ? কি?

মনোরমা। পশুপতি, কাশীধামে তোমার বিয়ে হয়েছিল। না?

পশুপতি। হাঁ, কেশবের কন্যার সঙ্গে। সে তখন আট বৎসরের বালিকা। বিবাহের রাত্রেই কেশব তার কন্যাকে নিয়ে পালিয়ে গেল। বিবাহ হলেও সেই হতে আমি বিপত্নীক।

মনোরমা। কেশবের কন্যা কোথায় ?

পশুপতি। আমি জানি না, জানবার কোন প্রয়োজনও বোধ করি না; শুধু তোমায়—তোমায় যদি বধূরূপে পাই—

মনোরমা। কিন্তু তার আগে আমি যদি তোমায় সন্ধান দিই—কেশবের কন্যা কোথায় ?

পশুপতি। কোথায় ?

মনোরমা। বলছি। কিন্তু আগে বল তো, কেশব তার কন্যাকে নিয়ে পালিয়েছিল কেন জান ?

পশুপতি। না।

মনোরমা। এক জ্যোতিষী গণনা করে বলেছিল,—কেশবের কন্যা হৈমবতী অল্প বয়সে বিধবা হয়ে স্বামীর অনুমৃতা হবে। ধর্ম্ম নাশের ভয়ে, কেশব কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু বিধি লিপি খণ্ডন করবার উদ্দেশ্যে বিয়ের রাত্রেই হৈমবতীকে নিযে প্রয়াগে পালিয়ে যান। সেই প্রয়াগেই কেশবের মৃত্যু হয়।

পশুপতি। তারপর ?

মনোরমা। মৃত্যুর পূর্ব্বে কেশব কন্যাটীকে তাঁর আচার্য্যের হাতে সমর্পণ করে তাঁকে বলে যান, "কন্যাকে যাতে বৈধব্য যাতনা সহ্য করতে না হয়—তাই একে নিয়ে পালিয়েছিলেম। আমি চললুম, আপনি একে কন্যাস্নেহে পালন করবেন। একে কখনো জানাবেন না যে পশুপতি এর স্বামী এবং পশুপতিকেও জানাবেন না যে এই কন্যা তাঁর স্ত্রী।" আজ সেই আচার্য্য এই গুপ্তকাহিনী তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, দৈবাৎ আমি তা শুনেছি।

পশুপতি। তুমি শুনেছ ? সেই আচার্য্যের সাক্ষাৎ তুমি কোথায় পেলে ? কোথায় সে আচার্য্য ?

মনোরমা। সে আচার্য্য আমারই পিতামহ রূপে পরিচিত জনার্দ্দন শর্ম্মা।

পশুপতি। জনার্দ্দন শর্ম্মা? তবে—তবে কেশব কন্যা হৈমবতী—

মনোরমা। তোমারই সামনে দাঁড়িয়ে!

পশুপতি। তুমি! মনোরমা তুমিই হৈমবতী! তুমিই আমার সহ-ধর্ম্মিনী—

মনোরমা। হাঁ, আমি তোমার সহধর্ম্মিনী—ধর্ম্মের পথে যদি চলো তাহলে আমিই তোমার জীবন সঙ্গিনী—

পশুপতি। মনোরমা, আজ আমার কি সৌভাগ্য! এতদিন পরে যদি তোমায় পেলুম—?

মনোরমা। না, এখনও পাওনি। আমায় পাওয়া না পাওয়া এখন নির্ভর কচ্ছে তোমারই ওপরে?

পশুপতি। আমার ওপর?

মনোরমা। আমায় পেতে হলে তুমি তোমার প্রভুর নিকট বিশ্বাসহন্তা হতে পারবে না—তুর্কী সৈন্যকে গুপ্তভাবে ডেকে এনে দেশের এ মহাসর্ব্বনাশ সাধন করতে পারবে না। যদি প্রতিজ্ঞা কর, এই সুবর্ণভূমি গৌড়বঙ্গের মর্য্যাদা রাখতে তুমি তোমার জীবন বলি দিতে প্রস্তুত, তা হলেই আমি তোমার হব। নইলে—

পশুপতি। নইলে কি?

মনোরমা। ঐ মন্দির মধ্যবর্ত্তী তোমার আরাধ্যাদেবী অষ্টভূজার নাম নিয়ে প্রতিজ্ঞা কচ্ছি—এ জীবনে তুমি আমায় পাবে না—এই সাক্ষাতই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ—

(প্রস্থান)

পশুপতি। মনোরমা! আমায় ত্যাগ করে চলে যেয়ো না—শোনো—শোনো—

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৌড় রাজপ্রাসাদ

বখ্‌তিয়ার খিলিজী তুর্কী সৈন্যগণ এবং
প্রাসাদদ্বার-রক্ষীগণ।

বখ্‌তিয়ার। বাক্য ব্যয় নিষ্প্রয়োজন। শোনো প্রতিহারী, আমার একমাত্র জিজ্ঞাস্য—তোমরা আমাদের প্রাসাদদ্বার ছেড়ে দেবে কি না ?

চন্দ্র সেন। তোমরা কারা তা না জানলে কি করে ছাড়বো ?

বখ্‌তিয়ার। বলেছি তো, আমরা বখ্‌তিয়ার খিলিজীর দূত। তোমাদের মহারাজের সাক্ষাৎ প্রার্থী।

চন্দ্র সেন। মহারাজাধিরাজ এখন অন্তঃপুরে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না।

বখ্‌তিয়ার। সাক্ষাৎ হবে না! সাক্ষাৎ আমাদের করতেই হবে। মঙ্গল চাও তো এখনো পথ ছাড়।

চন্দ্র সেন। পথ ছাড়ব! তোমরা দূত; পথ ছাড়তে হয়তো স্বয়ং তোমাদের বখ্‌তিয়ার খিলিজীকে পাঠিয়ে দাও।

বখ্‌তিয়ার। বখ্‌তিয়ার খিলিজী নিজেই এসেছে শয়তান। দেখ্‌ সে কি উপায়ে পথ মুক্ত করে।

চন্দ্র সেন। মহারাজ,—পালান—পালান—শত্রু এসেছে—পালান।

(চন্দ্র সেনকে আক্রমণ, চন্দ্র সেনের পতন ও অন্যান্য রক্ষীদের পলায়ন)

বখ্‌তিয়ার। আর বিলম্ব নয় সৈনিকগণ, মুক্ত তরবারি নিয়ে বিদ্যুৎ-গতিতে পুরী আক্রমণ কর।

[সকলের প্রস্থান। কোলাহল, আর্ত্তনাদ, ইতস্ততঃ ভীত পুরবাসীর পলায়ন]

(লক্ষ্মণ সেনের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ সেন। অ্যাঁ—তুর্কী এসেছে! শাস্ত্র বাক্য ফল্‌ল তাহলে! এখন কি করি! কোথায় যাই—প্রহরী সব গেল কোথায়? এখানে চন্দ্রসেন ছিল যে! ও চন্দ্রসেন!

(আহত চন্দ্রসেন উঠিল)

চন্দ্রসেন। মহারাজ, মহারাজ, আমি আসছি।

লক্ষণ সেন। চন্দ্রসেন! ইস্‌! রক্তগঙ্গা বইছে যে!

চন্দ্রসেন। তা হোক—আমি আপনার পার্শ্বে আছি—আসুন—আসুন মহারাজ—

লক্ষ্মণ সেন। কোথায় তুমি নিয়ে যাবে? তুমি নিজেই যে চলতে পার্চ্ছনা! হরি হরি, খেতে বসেছিলেম, আচমন সেরেছি কেবল—এই অবসরে—তুর্কি! ও চন্দ্র সেন, বড্ড যে গোলমাল! এদিকে আসবে না তো?

চন্দ্র সেন। আসে আসুক, তার আগে আমি আপনাকে নৌকায় তুলে দিচ্ছি, তীর্থে যাবেন আসুন।

লক্ষ্মণ সেন। হাঁ. তাই নিয়ে চল। পশুপতি গেল কোথায়! ইস্‌, কি গণ্ডগোল! খালি আল্লা আল্লা বলছে! পশুপতি ওদের একটু ভুলিয়ে রাখুক না! ও পশুপতি!

চন্দ্রসেন। আঃ! পশুপতির চেয়ে পশুর আশ্রয়ও ভাল। শীঘ্র আসুন—আমি আর দাঁড়াতে পার্চ্ছিনা মহারাজ,—দেহে প্রাণ

থাক্‌তে থাক্‌তে অন্নদাতার শেষ উপকার করে যাই—আসুন। চলে আসুন—

(উভয়ের প্রস্থান)

(বখ্‌তিয়ার, সৈন্যগণ ও মহম্মদ আলির প্রবেশ)

বখ্‌তিয়ার। পুরী অধিকার সম্পূর্ণ!

মহম্মদ আলি। কিন্তু বৃদ্ধ রাজা পলাতক—

বখ্‌তিয়ার। যে পালিয়ে গেল তাকে পালাতে দাও। অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধের জীবন নিয়ে আমাদের কোন লাভ নেই! ইব্রাহিম খাঁ, অরক্ষিত নগর—এখন সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের পদানত হলেও চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সমস্ত বাহিনী নগরের চতুর্দ্দিকে মোতায়েন কর, যদি কেউ বাধা দেয়—তাব রক্তধারা দিয়ে সে বাধা অপসারিত করবে। যাও—

(ইব্রাহিম ও সৈনিকদের প্রস্থান)

বখ্‌তিয়ার। মহম্মদ আলি!

মহম্মদ আলি। জনাব—

বখ্‌তিয়ার। ধর্ম্মাধিকার পশুপতি কোথায়?

মহম্মদ আলি। তাঁকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। হয়তো অবিলম্বেই—এই যে এসে পড়েছেন।

(পশুপতির প্রবেশ)

পশুপতি। অভিবাদন গ্রহণ করুন সৈন্যাধ্যক্ষ।

বখ্‌তিয়ার। আসুন ধর্ম্মাধিকার,—আমরা আপনারই প্রতীক্ষা কর্চ্ছিলাম!

পশুপতি। নগরে আসতে দেখলুম—চারিদিকে রক্তের বন্যা—প্রাসাদেও রক্তের বন্যা।

বখ্‌তিয়ার। রাজসিংহাসনের পথ কুসুমাবৃত নয়, সে কি আপনার জানা নেই ধর্ম্মাধিকার? এ পথে চলতে হলে বন্ধুবর্গের অস্থি মুণ্ড সর্ব্বদাই পায়ে বিঁধে থাকে—

পশুপতি। তা সত্য, কিন্তু তবু—

বখ্‌তিয়ার। কিন্তু কি? আপনি কি স্বজাতির এই শোণিত প্রবাহ দেখে অনুতপ্ত?

পশুপতি। না-না অনুতপ্ত হব কেন! এখন আমার প্রার্থিত পুরস্কার পেলেই আমি কৃতার্থ হব।

বখ্‌তিয়ার। হাঁ,—আপনাকে পুরস্কৃত করবার জন্যই আমি অধীর আগ্রহে আপনার আশাপথ চেয়ে বসেছিলুম। এই নিন আপনার পুরস্কার—

[ইঙ্গিত—সৈনিকেরা পশুপতিকে বেষ্টন করিল]

পশুপতি। একি! আমি বন্দী!

বখ্‌তিয়ার। আপাততঃ, যাও,—কারাগারে নিয়ে যাও—

পশুপতি। বিশ্বাসঘাতক তুর্কী, রাজসিংহাসনের প্রলোভন দেখিয়ে…!

বখ্‌তিয়ার। স্বজাতির রক্তপাত করতে, স্বদেশের সর্ব্বনাশ করতে যে নরাধমের কিছুমাত্র গ্লানি বোধ হয় না—তাকে বখ্‌তিয়ার খিলিজী পুরস্কৃত করে ঐ ভাবে—লৌহ শৃঙ্খল দিয়ে।

(প্রস্থান)

মহম্মদ আলি। তোমরা যাও—আমি স্বয়ং এঁকে গুপ্তস্থানে আবদ্ধ রাখবো।

(সৈনিকদের প্রস্থান)

আসুন ধর্ম্মাধিকার, আমার সঙ্গে আসুন।

পশুপতি। মহম্মদ আলি, তোমার দৌত্যে বিশ্বাস করে আমি বখ্‌তিয়ার খিলিজীর প্রস্তাবে স্বীকৃত হয়েছিলাম। তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে আমায় বাংলার সিংহাসন দেবে। আজ সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে এত বড় বেইমানী করলে তুমি।

মহম্মদ আলি। না, ধর্ম্মাধিকার। মহম্মদ আলি বেইমান নয়; বখ্‌তিয়ার খিলিজী এই ভাবে আপনাকে বন্দী করবেন, আমি আগে জানতুম না। আসুন, আমি নিজে আপনাকে মুক্তি দিচ্ছি। আমার সঙ্গে আসুন, আপনাকে নিরাপদে বিশ্বস্ত লোক দিয়ে গঙ্গার ওপারে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

পশুপতি। মহম্মদ আলি, তুমি—তুমি আমার পলায়নে সাহায্য করবে! কিন্তু বখ্‌তিয়ার খিলিজী যদি জান্‌তে পারে?

মহম্মদ আলি। জানতে পারবেন না। আমি কৌশলে আপনাকে নবদ্বীপের বাইরে পাঠিয়ে দেব। আর যদি বা জানতে পান— নিজের জীবন দেব—। তবু জানবেন ধর্ম্মাধিকার, মহম্মদ আলি আপনার সঙ্গে বেইমানী করে নি। আসুন—শীঘ্র আসুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

পথ

দিগ্বিজয় ও হেমচন্দ্র

দিগ্বিজয়। যুবরাজ—শুনুন—শুনুন—

হেমচন্দ্র। কি শুনবো? আমাকে শত ধিক্! মাধবাচার্য্য আমায় বখতিয়ার খিলিজীর সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য, তুর্কীদের পরাজিত করে পিতৃরাজ্য মগধ উদ্ধার করবার জন্য নবদ্বীপে এনেছিলেন; আর আমি কিনা আত্মচিন্তায় এমন বিভ্রান্ত হয়ে রইলুম যে অস্ত্রধারণের অবকাশ পেলুম না! তুর্কীরা বিনা যুদ্ধে গৌড় রাজ্য অধিকার করল!

দিগ্বিজয়। সে জন্য আপনি নিজে দায়ী, না দায়ী গৌড়ের সৈন্য, সেনাপতি! তারাই তো তুর্কীদের নেমন্তন্ন করে এনে সিংহাসনে বসিয়ে দিলে।

হেমচন্দ্র। কিন্তু সে পাপের তো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে দিগ্বিজয়।

দিগ্বিজয়। আপনি কি প্রায়শ্চিত্ত করবেন যুবরাজ? গৌড়দেশের লোকেরা সবাই প্রাণভয়ে চারিদিকে পালাচ্ছে। একা কত শত্রু বধ করবেন?

হেমচন্দ্র। ঠিক বলেছ দিগ্বিজয়। একটী একটী করে গাছের পাতা ছিঁড়ে অরণ্যকে তো নিষ্পত্র করা যায় না! একা কত শত্রু বধ করব?

দিগ্বিজয়। তা হ'লে চলুন, এবার গৃহে ফিরে চলুন।

হেমচন্দ্র। না, গৃহে আমি ফিরব না। অত্যাচারিত নাগরিকদের ধন, সম্পত্তি ও জীবন যাতে রক্ষা পায় এখন তাই চেষ্টা করব।

যে কয়টী নাগরিককে আততায়ীর হাত থেকে রক্ষা করতে পারি সেই আমার লাভ। আমি চল্লুম, তুমি পারতো মাধবাচার্য্যকে আমার সংবাদ দিও।

(প্রস্থান)

দিগ্বিজয়। যুবরাজ,—শুনুন—শুনুন!—না, শুনল না। যাই তাহলে মাধবাচার্য্য ঠাকুরের কাছেই যাই। তাঁকে খবর দিয়ে আনি;—তিনি যদি এই রণমুখো যুবরাজকে রক্ষা করতে পারেন—

(প্রস্থান)

(অপরদিক হইতে মহম্মদ আলি ও পশুপতির প্রবেশ)

মহম্মদ আলি। এখনো ফিরে আসুন,—গঙ্গায় আপনার জন্য নৌকা প্রস্তুত। সেই নৌকায় আরোহণ করে আপনি নবদ্বীপ ত্যাগ করবেন।

পশুপতি। না, আমি নবদ্বীপ ত্যাগ করব না।

মহম্মদ। সে কি! সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলিজী আপনার সন্ধান পেলে আর রক্ষা রাখবেন না।

পশুপতি। জীবন যায় সেও ভাল, তবু আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করে যাব না।

মহম্মদ আলি। আপনি কি উন্মাদ হয়েছেন? নবদ্বীপ ত্যাগ না করবেন তো কোথায় যাবেন?

পশুপতি। আমার গৃহে। সেখানে আমার প্রয়োজন আছে।

মহম্মদ আলি। গৃহ! না—না, গৃহে আপনি যেতে পারেন না।

পশুপতি। গৃহে যেতে পাব না! কেন?

মহম্মদ আলি। গৃহ কি আপনার আছে? ঐ দেখুন—ঐ দিকে তাকিয়ে দেখুন!

পশুপতি। একি, লেলিহান অগ্নিশিখা আকাশ পানে ধেয়ে উঠছে,—রাশি রাশি ধূম্রকুণ্ডলী! ওকি মহম্মদ আলি?

মহম্মদ আলি। লুণ্ঠনমত্ত সৈনিকেরা জানে, গৌড়বঙ্গের ধর্ম্মাধিকারের গৃহে অতুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত রয়েছে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য সৈনিকেরা হয়তো আপনার গৃহ লুণ্ঠন করে তাতে অগ্নিসংযোগ করেছে।

পশুপতি। অ্যাঁ—আমার গৃহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত! পথ ছাড় মহম্মদ আলি, আমায় যেতে দাও।

মহম্মদ আলি। না, ও অগ্নিসাগরে আপনি ঝাঁপ দিতে পাবেন না।

পশুপতি। আঃ বাধা দিয়োনা বন্ধু! ঐ গৃহে আমার আরাধ্যা দেবী অষ্টভূজার মূর্ত্তি স্থাপন করেছিলুম। মা আমার অগ্নি দগ্ধ হল! যাই, মাকে উদ্ধার করে নিজহস্তে গঙ্গাজলে নিমজ্জিত করে আসি! অষ্টভূজা—আমার অষ্টভূজা!

(প্রস্থান)

মহম্মদ আলি। এ ক্ষেত্রে আমি কেমন করে বাধা দেব! যাও হিন্দু পার তো তোমার আরাধ্যা দেবীকে অগ্নিসাগর হতে উদ্ধার কর—জীবনের শেষ অভিলাষ পূর্ণ কর।

(প্রস্থান)

(অপরদিক হইতে গিরিজায়া ও মৃণালিনীর প্রবেশ)

গিরিজায়া। নগর তুর্কীরা অধিকার করে নিয়েছে। বৃদ্ধ রাজা পলাতক; পথঘাট সব তুর্কী সৈন্যে ছেয়ে গেছে। এ বিপদ সঙ্কুল পথে কেন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলে সই?

মৃণালিনী। এলুম কেন জানিস গিরিজায়া? মনে হল, বুঝি আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

গিরিজায়া। সে কি!

মৃণালিনী। দূর হতে দেখলুম এক অশ্বারোহী অসংখ্য শত্রুসৈন্য মধ্যে একাকী ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, অমন দেবদুর্লভ বীরত্ব এক হেমচন্দ্র ব্যতীত আর কারও সম্ভব নয়। সই, তিনি নিঃসহায়; তুর্কী সৈন্য সীমাহীন! যদি তিনি কোন বিপদে পড়েন?

গিরিজায়া। ভগবান রক্ষা করবেন। চলো, আমরা বরং প্রকাশ্য পথ ছেড়ে, বনান্তরাল হতে তাঁর সন্ধান করি।

মৃণালিনী। তাই চল গিরিজায়া,—তাই চল—

গিরিজায়া। সই, এত বিপদের মধ্যেও একটা কথা ভাবছি শুধু—এ সংসারে তুমিই সুখী!—

মৃণালিনী। কেন?

গিরিজায়া। এত উপেক্ষা, এত অপমান, তবু তোমার মনে এতটুকু রাগ নেই?

মৃণালিনী। সত্যি বলেছিস্ গিরিজায়া, আমিই সুখী, কিন্তু সে জন্য নয়।

গিরিজায়া। তবে কি জন্য?

মৃণালিনী। আমি সুখী; কারণ এত দুঃখের মাঝখানেও আমি হেমচন্দ্রের দেখা পেয়েছি।

(উভয়ের প্রস্থান)

(অপর দিক হইতে আহত ব্যোমকেশ ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

ব্যোমকেশ। হ'ল না—আর বুঝি আমার বাঁচা হ'ল না—

লক্ষ্মী। ভয় নেই পথিক, এখানে তুর্কী নেই। তারা ওদিককার বাড়ীগুলি লুঠ করছে। তুমি এখানে একটু নিরিবিলি বিশ্রাম কর!

ব্যোমকেশ। বিশ্রাম! হাঁ, চিরতরে বিশ্রাম করব। কিন্তু কে তুমি

বালিকা—এ মৃত্যু সময়ে আমায় মায়ের মত স্নেহে ভগ্নস্তূপের ভেতর থেকে উদ্ধার করলে! তোমার নাম কি?

লক্ষ্মী। আমি লক্ষ্মী!

ব্যোমকেশ। লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। হাঁ—ও পাড়ার গয়ালাদের মেয়ে। দই বেচতে এসেছিলুম—বাড়ী ফিরছি, এমন সময় এই তুর্কীদের আক্রমণ! দেখলুম, তুমি একটা ভাঙ্গাবাড়ীর নীচে পড়ে চীৎকার কর্চ্ছ। তাই তোমাকে সেখান থেকে বা'র করে নিয়ে এলাম!

ব্যোমকেশ। কি বলে তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাব মা? বলবার ভাষা নেই। ওঃ—আমার গলা শুকিয়ে গেল, জিভশুদ্ধ কাঠ হয়ে গেল। জল—একটু জল দিতে পার? জল?

লক্ষ্মী। জল এখানে কোথায় পাব? চারদিকে তুর্কী—

ব্যোমকেশ। তবে কি হবে—একটু জল—একটু জল।

লক্ষ্মী। আচ্ছা, তুমি একটুখানি অপেক্ষা কর। আমি দেখছি।

(প্রস্থান)

ব্যোমকেশ। বালিকা অপেক্ষা করতে বলে গেল। কিন্তু আর তো অপেক্ষা সইছে না—চোখের সামনে আঁধার ঘনিয়ে আসছে! ও, জল—জল—

(হেমচন্দ্র সহ লক্ষ্মীর পুনঃ প্রবেশ)

লক্ষ্মী। ঐ শুনুন—জল জল বলে চীৎকার কর্চ্ছে। শীঘ্র আসুন—শীঘ্র জল নিয়ে আসুন—

ব্যোমকেশ। জল—জল—

হেমচন্দ্র। পান কর ভাই, জল পান কর—!

(ব্যোমকেশের জল পান)

ব্যোমকেশ। আঃ—

লক্ষ্মী। আপনার পাত্রে আরও জল আছে ?

হেমচন্দ্র। হাঁ—আছে—

লক্ষ্মী। আমায় দিন—ওইখানে কত লোক এমনি জল, জল করে চীৎকার কর্চ্চে। দিন, আমি ওদের জল খাইয়ে আসি !

হেমচন্দ্র। নাও মা, মাতার মমতা নিয়ে ঐ মুমূর্ষুদের মাঝখানে দাঁড়াও গে।

(জল লইয়া লক্ষ্মীর প্রস্থান)

হেমচন্দ্র। বল ভাই, তোমার আর কি উপকার করতে পারি ?

ব্যোমকেশ। আর কি করবে! আমার মৃত্যু অনিবার্য্য! আমার আর কি উপকার করবে ?

হেমচন্দ্র। তোমার আর কে আছে ?

ব্যোমকেশ। সব আছে। লক্ষ্মণাবতীতে গৃহ আছে,—ভগ্নী মণিমালিনী আছে, পিতা হৃষীকেশ আছেন।

হেমচন্দ্র। হৃষীকেশ ! তুমি লক্ষ্মণাবতীর হৃষীকেশ শর্ম্মার পুত্র ?

ব্যোমকেশ। হাঁ—

হেমচন্দ্র। এই নবদ্বীপে কেন এসেছিলে ?

ব্যোমকেশ। সেই পিশাচীর সন্ধানে—সেই মৃণালিনীর সন্ধানে।

হেমচন্দ্র। মৃণালিনী ! মৃণালিনী তোমার কে ?

ব্যোমকেশ। কেউ নয়। সে আমার যম। তার রূপের আগুনে আমি পাগল হলুম, সে আমার পানে ফিরেও তাকাল না। আমি তার দুর্দ্দশা করেছিলুম—তাই সে আজ প্রতিশোধ নিল—

হেমচন্দ্র। তুমি মৃণালিনীর কি দুর্দ্দশা করেছ ? বল—বল—

ব্যোমকেশ। সে আমায় ঘৃণা করত। কত কাকুতি করলুম—সে

আমায় তিরস্কার করল, তাই আমি তার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটালুম ; পিতাকে মিথ্যা কথা বল্‌লুম যে—মৃণালিনী কুলটা !

হেমচন্দ্র। তারপর—তারপর—!

ব্যোমকেশ। সে তখন আমাদের গৃহ ছেড়ে নবদ্বীপ চলে এল ! আঃ আর বলতে পার্চ্ছিনা—বলতে পার্চ্ছিনা !

হেমচন্দ্র। আমি বুঝেছি তারই সন্ধানে তাই তুমি নবদ্বীপে এসেছ। নবদ্বীপে এসে তুর্কীর হাতে প্রাণ দিতে বসেছ। আজ মৃত্যুকে শিওরে রেখে তোমার কি মনে হয়,—বল—বল—চুপকরে থেকো না—হে মৃত্যুপথযাত্রী, মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার বলে যাও আজ, মৃণালিনীকে তোমার কি মনে হয় ? বল-বল।—

ব্যোমকেশ। মৃণালিনী—দেবী—স্বর্গের—দেবী—

(মৃত্যু)

হেমচন্দ্র। দেবী ! মৃণালিনী স্বর্গের দেবী ! সেই অম্লান নন্দন পারিজাতকে হীন পশু আমি, পদতলে দলিত করেছি।

(মৃণালিনী ও গিরিজায়ার প্রবেশ)

মৃণালিনী। না প্রভু ; দেবতা বাঞ্ছিত পুষ্প আজ দেবার্চ্চনার জন্যই দেবতার পায়ে নিজেকে অঞ্জলী দিয়ে ধন্য হল !

(হেমচন্দ্রকে প্রণাম করিল)

হেমচন্দ্র। মৃণালিনী—মৃণালিনী !

চতুর্থ দৃশ্য

উপবনে হেমচন্দ্রের কক্ষ

দিগ্বিজয়

দিগ্বিজয়। হরি-হরি! শেষে এরা দুজন এসেই জুটল! মৃণালিনী ঠাকুরাণী না হয় যুবরাজের জন্য এল—তা ঐ বোষ্টমীটা এল কেন? তবে কি আমার জন্য? উঁহু, ওটা বড় নষ্ট স্ত্রীলোক—একদিনের তরেও আমায় একটা ভাল কথা বলে না, কতদিন পর হঠাৎ দেখা—তবু সেদিন আমায় ঝাঁটা মারবে বলে শাসাল।

নেপথ্যে গিরিজায়ার গীত

"মৃণালিনী সাজো সাজো অভিসার সাজে
উদীত মধু চন্দ্রীমা"

দিগ্বিজয়। ঐ যে, এই দিকেই আসছে। আমায় দেখবে বলেই বোধ হয়? যাকৃগে, দেখাই যাক্ না।

(প্রস্থান)

(গান গাহিতে গাহিতে গিরিজায়া সহ মৃণালিনীর প্রবেশ)

মৃণালিনী সাজো সাজো অভিসার সাজে,
উদিত মধুচন্দ্রিমা।
বল্লভ এল বহ্নিহ অন্তে
আনন্দের নাহি সীমা।
চরণে মঞ্জীর কঙ্কন হাতে
নীপ মালা পরো মেখলায়।

নীল-ঘন কজ্জল পরো আঁখি পাতে
হেম হার দুলুক হিয়ায়।
হেম বরণী ধনি—হেমচাঁদ গুণমণি
প্রেম আলাপে জাগো
মিলন মধু চন্দ্রিমা!

মৃণালিনী। তোর রঙ্গ রাখ গিরিজায়া!

গিরিজায়া। সে কি গো, তোমায় আজ ফুল দিয়ে সাজাব—তারপর হেমচন্দ্রের পাশে দাঁড় করিয়ে সারা নবদ্বীপের লোককে ডেকে দেখাব—দেখে যাও গো যেন শ্যামের পাশে রাই কিশোরী!

মৃণালিনী। আবার?

গিরিজায়া। আচ্ছা, আর পরিহাস করব না। এবার বল, যে গল্প বলেছিলে।

মৃণালিনী। আমি মথুরার শ্রেষ্ঠী কন্যা। একদিন সখি সঙ্গে যমুনায় জল বিহারে গিয়েছিলাম। হঠাৎ ঝড় জল উঠে নৌকা জলমগ্ন হ'ল। আমিও ডুবে যাচ্ছিলুম; দৈবযোগে এক রাজপুত্র সেদিন নৌকায় বেড়াচ্ছিলেন। তিনি আমায় দূর হ'তে দেখতে পেলেন।

গিরিজায়া। হেমচন্দ্র নিশ্চয়—

মৃণালিনী। হাঁ—তিনি আমায় দেখতে পেয়ে তাঁর নৌকায় তুলে নিলেন।

গিরিজায়া। হেমচন্দ্র তো শুনেছি মগধের রাজপুত্র,—তা তিনি মথুরায় এসেছিলেন কেন?

মৃণালিনী। তীর্থ দর্শন করতে এসেছিলেন। তারপর শোনো সই, তিনি আমায় যখন নৌকায় তোলেন, তখন আমি অজ্ঞান হয়ে

গেছি। জ্ঞান ফিরতে দেখি—আমি অপরিচিত স্থানে, শুনলাম সেই নাকি হেমচন্দ্রের মথুরার বাড়ী।

গিরিজায়া। তারপর কি হল?

মৃণালিনী। তখনও বাইরে ভীষণ ঝড় জল। তিনদিনের মধ্যে সে ঝড় থামল না। সে তিনদিন আমাদের উভয়কে একই বাড়ীতে থাকতে হ'ল। আমরা উভয়ে উভয়ের পরিচয় জানলাম; শুধু বংশ পরিচয় নয়, অন্তঃকরণের পরিচয়ও পেলাম। পরস্পরের মাল্য বিনিময় হোল।

গিরিজায়া। ওঃ, তাহলে তোমরা দুজনে ইতঃপূর্ব্বেই বিবাহিত বল?

মৃণালিনী। হাঁ—

গিরিজায়া। কিন্তু এ যে দেখছি এক রূপকথার মত রহস্যময় ঘটনা! তা তোমাদের বিবাহের কথা আর কে জানে?

মৃণালিনী। আর জানে শুধু হেমচন্দ্রের বিশ্বস্ত ভৃত্য দিগ্বিজয়।

গিরিজায়া। ওই মুখপোড়াটা তাহলে সব জানে? অথচ আমায় লুকিয়েছে! মাধবাচার্য্য?

মৃণালিনী। আর কেউ নয়। আমার বাবা বৌদ্ধ, আর হেমচন্দ্রের পিতা হিন্দু। তিনি নিশ্চয় এ বিবাহ অনুমোদন করবেন না; তাই আমরা তো বলিইনি—এমন কি দিগ্বিজয়ও এ কাহিনী জগতের সকলের সমক্ষে গোপন রেখেছে।

গিরিজায়া। দিগ্বিজয়ের দেখ্‌ছি তা হলে অনেক গুণ! সই, আমায় ক্ষমা করতে হবে। আমি এক গুরুতর অপরাধ করেছি। তবে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতেও রাজী আছি।

মৃণালিনী। কি এমন গুরুতর অপরাধ?

গিরিজায়া। সে অপরাধ—সে অপরাধ—

(দিগ্বিজয়ের প্রবেশ)

দিগ্বিজয়। থাকু, নিজের মুখে আর নিজের গুণকীর্ত্তন করতে হবে না! মা ঠাকুরুণ, আমিই বলছি। ও আমায় সেদিন ঝাঁটা মারবে বলেছিল।

মৃণালিনী। তাহলে তো বড গুরুতব অপবাধ? এব প্রায়শ্চিত্ত কি দিগ্বিজয়?

দিগ্বিজয়। আমায় জিজ্ঞেস কর্চ্ছেন কেন—ওই বলুক না?

মৃণালিনী। গিবিজাযা!

গিবিজায়া। আচ্ছা, ভিখাবীব মেযেব কি বিবাহ হয?

মৃণালিনী। কবলেই হয়।

গিবিজায়া। তবে অনুমতি কব, আমি ঐ অপদার্থটাকে বিবাহ করি।

দিগ্বিজয়। ছিঃ কি লজ্জা! আমি পালাই— ।

(প্রস্থান)

মৃণালিনী। ও দিকে কোথায় যাচ্ছ সই? চল, আজ তোমাব গাযে হলুদ দেব।

(উভয়ের প্রস্থান)

(অপরদিক হইতে মাধবাচার্য্য ও হেমচন্দ্রের প্রবেশ)

হেমচন্দ্র। আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল আচার্য্য। বখ্‌তিয়ার খিলিজী নবদ্বীপ অধিকাব করল। মনে হয়, বুঝি সমগ্র ভারতবর্ষ একদিন ওদেব পদানত হবে! তা নইলে বিনা যুদ্ধে এমন করে গৌড জয় সম্ভব হল কেন?

মাধবাচার্য্য। দুঃখিত হ'য়ো না বৎস! আমি গণনা করে দেখেছি বখ্‌তিয়ারের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। লক্ষ্মণ সেন পলায়ন করেছে

সত্য, তা বলে সমগ্র গৌড়বঙ্গ তার একচ্ছত্র রাজ্য তো নয়! এ দেশে আরও অনেক সামন্ত রাজা আছে। তারা বখ্‌তিয়ারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

হেমচন্দ্র। তারই বা সম্ভাবনা কোথায়? স্বয়ং নবদ্বীপাধিপতি যদি ভয় ত্রস্থ হয়ে পলায়ন করলেন,—আর কে তবে সাহসী হবে বখ্‌তিয়ারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে?

মাধবাচার্য্য। মাধবাচার্য্যের গণনা মিথ্যা হতে পারে না হেমচন্দ্র! পূর্ব্বদেশে বখ্‌তিয়ারকে পরাজয় বরণ করতে হবেই। গৌড়রাজ্যই তো প্রকৃত পূর্ব্ব নয়; কামরূপই প্রকৃত পূর্ব্ব। গৌড়ে না হোক,—কামরূপে হবে তার পরাজয়।

হেমচন্দ্র। প্রভু!

মাধবাচার্য্য। চল হেমচন্দ্র, আমরা বরং কামরূপে গমন করি।

হেমচন্দ্র। কামরূপে যাব?

মাধবাচার্য্য। হাঁ কামরূপে। আজই আমার সঙ্গে চল।

হেমচন্দ্র। আজই! কিন্তু—

মাধবাচার্য্য। কি হেমচন্দ্র?

হেমচন্দ্র। মৃণালিনীকে কোথায় রেখে যাব?

মাধবাচার্য্য। সে কি? সমস্ত সংবাদ শুনেও মৃণালিনীকে আজও অন্তর হ'তে দূরে সরিয়ে দিতে পারনি হেমচন্দ্র?

হেমচন্দ্র। প্রভু, কাকে সরিয়ে দিতে বলছেন! মৃণালিনী অত্যাজ্যা—সে আমার বিবাহিতা স্ত্রী।

মাধবাচার্য্য। মৃণালিনীকে তুমি বিবাহ করেছ?

হেমচন্দ্র। বহু পূর্ব্বে, মথুরানগরে আমরা সঙ্গোপনে মাল্য বিনিময় করেছি।

মাধবাচার্য্য। হুঁ, কিন্তু মৃণালিনীর চরিত্র ?

হেমচন্দ্র। মৃণালিনীর চরিত্র মহাভারত বর্ণিত সতী সাবিত্রীর মতই ভাস্বর মহিমাদীপ্ত! আমি হৃষীকেশের পুত্র ব্যোমকেশের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনেছি প্রভু! ঐ দেখুন প্রভু, প্রভাত শিশিরসিক্ত দেব নিবেদিত পুষ্পের মত—মৃণালিনী আপনার চরণে প্রণতা হতে আসছে।

(মৃণালিনীর প্রবেশ)

হেমচন্দ্র। দেখুন তো প্রভু, ও মুখে এতটুকু মালিন্যের ছায়া আছে কি না ?

মাধবাচার্য্য। না বৎস! এ দেবী প্রতিমা সত্যই অত্যাজ্যা, তুমি একে গ্রহণ কর।

(উভয়ের মাধবাচার্য্যকে প্রণাম)

(নেপথ্যে কোলাহল)

হেমচন্দ্র। একি! অকস্মাৎ একি তুমুল কোলাহল? চতুর্দ্দিকে একি অগ্নি-রাগ!

(দিগ্বিজয়ের ছুটিয়া প্রবেশ)

দিগ্বিজয়। প্রভু, শীঘ্র বাহিরে আসুন, আগুণ লেগেছে—আগুণ—

হেমচন্দ্র। আগুণ! কোথায় ?

দিগ্বিজয়। আকাশ ছুঁয়ে আগুণ উঠছে, সমস্ত পল্লী জ্বলে গেল।—এইবার আগুণ এই দিকে ধেয়ে আসছে।

হেমচন্দ্র। কিন্তু কি করে—কি করে অগ্নিকাণ্ড হ'ল ?

দিগ্বিজয়। ধর্ম্মাধিকার পশুপতির গৃহে প্রথম আগুণ লেগেছে; পশুপতি সেই আগুণে জীবন দিয়েছে। পশুপতির গৃহের আগুণ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

হেমচন্দ্র। পশুপতির গৃহ! সর্ব্বনাশ! মনোরমা আছে তো? মনোরমা—মনোরমা—

(গিরিজায়ার প্রবেশ)

গিরিজায়া। নেই—মনোরমা গৃহে নেই, সে ওই আগুণের মধ্যে ছুটে গেছে!

হেমচন্দ্র। অ্যাঁ,—মনোরমা আগুণের মধ্যে! মনোরমা—মনোরমা—

(মোহরের কলসী লইয়া দগ্ধ দেহে জনার্দ্দনের প্রবেশ)

জনার্দ্দন। পেয়েছি,—আমি পেয়েছি,—রাজার ঐশ্বর্য্য পেয়েছি! এই দেখ, এক কলস মোহর।

হেমচন্দ্র। একি! জনার্দ্দন শর্ম্মা! আপনার দেহ যে অগ্নিদগ্ধ!

জনার্দ্দন। হাঁ—সেই তো দিয়েছে। সেই সর্ব্বনাশী আগুণে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যাবার আগে আমায় এই চিঠি দিয়ে গেল। গৃহের পশ্চিম প্রান্তের ঘর; সেখানে পাহাড় প্রমাণ মোহর। এই নাও, চাবি নাও।

(চাবি দিল)

হেমচন্দ্র। আমি কি করব চাবি নিয়ে?

জনার্দ্দন। আর এই তার চিঠি, তোমায় পড়তে বলেছে। (চিঠি দান) যাই, ব্রাহ্মণীকে বলিগে—আর উপোস করতে হবে না। আমি আজ রাজরাজেশ্বর। কি করে রাজরাজেশ্বর হলুম? কেন? সোণার প্রতিমাকে আগুণে পুড়িয়ে তাল-তাল সোণা পেলুম। সারা জীবন ভোর টাকার ঝন্ ঝন্ শুনবো, মোহরের ঝন্ ঝন্ শুনবো; কিন্তু তেমন করে গলা জড়িয়ে ধরে—"দাদু, দাদু" বলে ডাক—আর কেউ শোনাবে না—কেউ শোনাবে না।

(প্রস্থান)

হেমচন্দ্র। আচার্য্য!

মাধবাচার্য্য। কি হেমচন্দ্র! কার পত্র!

হেমচন্দ্র। মনোরমার (পত্র দান—মাধবাচার্য্য তাহা পড়িতে লাগিল) জগতে এত বিচিত্র ঘটনাও সম্ভব। মনোরমা ধর্ম্মাধিকার পশুপতির বিবাহিতা পত্নী!

মৃণালিনী। ধর্ম্মাধিকার পশুপতির পত্নী?

হেমচন্দ্র। জ্যোতিষীর গণনা,—বিবাহান্তে মনোরমার স্বামীর মৃত্যু হবে! তাকে স্বামীর অনুগামি হ'তে হবে, এই আশঙ্কায় মনোরমার পিতা মনোরমাকে স্বামীর কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল; কিন্তু দৈবের হাত থেকে লুকাতে পারল না। পশুপতি অগ্নিদগ্ধ শুনে, মনোরমাও সেই অগ্নি-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

মাধবাচার্য্য। পত্রে সে তোমায় তার স্বামীর অগাধ ঐশ্বর্য্য সমস্ত দান করে গেছে।

হেমচন্দ্র। পশুপতির অর্থ! সে পাপের অর্থের এক কপর্দ্দকও আমি গ্রহণ করব না আচার্য্য!

মাধবাচার্য্য। হেমচন্দ্র!

হেমচন্দ্র। না প্রভু! আমায় মার্জ্জনা করবেন। আমি তা নিতে পারব না।

মাধবাচার্য্য। কিন্তু এত অগাধ ঐশ্বর্য্য যদি অগ্নিস্তূপে ভস্মীভূত হয়?

হেমচন্দ্র। হোক্!

মাধবাচার্য্য। যদি শত্রুর করতল গত হয়?

হেমচন্দ্র। প্রভু—

মাধবাচার্য্য। ঐ বিপুল অর্থ লাভ করে যদি শত্রুপক্ষ আরও বলীয়ান হয়ে ওঠে!

মৃণালিনী। না আচার্য্য! শত্রুপক্ষকে আমরা আর বলীয়ান হ'তে দেব না। চল স্বামী, ও অর্থ আমরা গ্রহণ করব।

হেমচন্দ্র। মৃণালিনী!

মৃণালিনী। হাঁ প্রভু, অর্থ আমরাই গ্রহণ করব; তবে তার এক কপর্দ্দকও আত্মসুখে ব্যয় করব না। এস, গুরুর চরণ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করি—ও অর্থ আমরা ব্যয় করব—অত্যাচারিত, নিপীড়িত, দরিদ্র নর-নারায়ণের সেবায়।

হেমচন্দ্র। তাই হোক মৃণালিনী: গুরু মাধবাচার্য্যের চরণস্পর্শ করে শপথ করি এস, পশুপতির পাপ আমরা ধৌত করব—পশুপতির সঞ্চিত অর্থ দিয়ে এই দেশ জননীর মুক্তি সাধনায়। শৃঙ্খলিত কোটী কোটী ভাই ভগ্নীর শৃঙ্খল মোচনের জন্য আমরা দান করব—পশুপতির সর্ব্বস্ব—আমাদের সর্ব্বস্ব এবং সেই সঙ্গে দান করব—আমাদের দু'টী মুক্তিকামী মিলিত জীবন।

(উভয়ে মাধবাচার্য্যকে প্রণাম করিল)

যবনিকা